পারা ২৫

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ

৪৭। ইলাইহি ইয়ুরাদ্দু 'ইল্‌মুস্ সা-আ'হ্; অমা- তাখ্‌রুজু মিন্ ছামার-তিম্ মিন্ আক্‌মা-মিহা-অমা- তাহ্‌মিলু

(৪৭) একমাত্র আল্লাহর কাছেই পরকালের জ্ঞান, তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোন ফল আবরণ হতে বের হয় না, কেন মহিলার

مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۖ قَالُوا آذَنَّاكَ ۖ

মিন্ উন্‌ছা-অলা-তাদ্বোয়া'উ ইল্লা-বি'ইল্‌মিহ্; অইয়াওমা ইয়ুনা-দীহিম্ আইনা শুরাকা — য়ী ক্বা-লূ ~ আ-যান্না-কা

গর্ভধারণ ও প্রসব তাঁর অজান্তে হয় না। যেদিন আল্লাহ ডেকে বলবেন যে, আমার শরীকরা কোথায়? বলবে, আপনাকে

مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٨﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ

মা-মিন্না-মিন্ শাহীদ্। ৪৮। অদ্বোয়াল্লা 'আন্‌হুম্ মা-কা-নূ ইয়াদ্‌'উনা মিন্ ক্বব্‌লু অজোয়ান্নু মা-লাহুম্

জানিয়েছি, আমরা কিছু জানি না। (৪৮) আর পূর্বে তারা যাদেরকে আহ্বান করত তারা অদৃশ্য হয়ে যাবে, এবং তারা বুঝতে

مِنْ مَحِيصٍ ﴿٤٩﴾ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ

মিম্ মাহীছ্। ৪৯। লা-ইয়াস্‌য়ামুল্ ইন্‌সা-নু মিন্ দু'আ — য়িল্ খইরি অইম্ মাস্‌সাহুশ্ শার্‌রু ফাইয়াযূসুন্

পারবে যে, তারা নিষ্কৃতি পাবে না। (৪৯) মানুষ তার নিজের কল্যাণ কামনায় কখনও ক্লান্ত হয় না, কিন্তু যখন কোন দুঃখ-দৈন্য

قَنُوطٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ

ক্ব-নূত্ব্। ৫০। অলায়িন্ আযাক্ব্‌না-হু রহ্‌মাতাম্ মিন্না-মিম্ বা'দি দ্বোয়ার্‌র — য়া মাস্‌সাত্‌হু লাইয়াক্ব্‌লান্না

আগমন করে, তখন হতাশ হয়ে পড়ে। (৫০) আর যদি দুঃখের পর তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, তবে বলে, এটা তো

هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ

হা-যা-লী অমা ~ আযুন্নুস্ সা-'আতা ক্বা — য়িমাতাঁও অ লায়ির্ রুজ্বি'তু ইলা-রব্বী ~ ইন্না লী 'ইন্‌দাহূ

আমার পাওনা, আমার ধারণা নেই যে, কেয়ামত হবে, আর আমি যদি আমার রবের কাছে যাই-ই, সেখানে তো আমার জন্য

لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ

লাল্‌হুস্‌না- ফালানুনাব্বিয়ান্নাল্ লাযীনা কাফারূ বিমা-'আমিলূ অলানুযীক্বান্নাহুম্ মিন্ 'আযা-বিন্

কল্যাণ আছেই। আমি কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করাব, আর আমি কঠিন শাস্তিও প্রদান

غَلِيظٍ ﴿٥١﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ

গলীজ্। ৫১। অইযা ~ আন্'আম্‌না-'আলাল্ ইন্‌সা-নি আ'রাদ্বোয়া অনায়া-বিজ্বা-নিবিহী অইযা-মাস্‌সাহুশ্

করব। (৫১) আর আমি মানুষকে দয়া করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দূরে সরে যায়, আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন

আয়াত-৪৭ ঃ অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, জ্যোতিবিজ্ঞানের দ্বারা মানুষ যে সকল কথা বলে থাকে, তন্মধ্যে কোন কথাতে তারা আস্থাবান ও বিশ্বাসী হতে পারে না। কেননা, তারা কেবল ধারণার উপর ভিত্তি করে এসব দাবী করে থাকে। (ফতঃ বয়া)

শানেনুযুল ঃ আয়াত-৫১ ঃ একদা ইহুদীরা বলল, হে মুহাম্মদ ! তুমি নবী হলেও মূসার ন্যায় আল্লাহর সঙ্গে কেন কথা বল না, যেন আল্লাহকে আলাপের সময় দেখা যায়। হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) বললেন, আল্লাহর সঙ্গে সামনা সামনি কথা বলা মানুষের সাধ্য নয়। হযরত মূসা (আঃ)ও পর্দার আড়ালে থেকেই কথা বলেছিলেন, আলাপ করতে ছিলেন কিন্তু আলাপকারীকে দেখতে ছিলেন না। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥٢﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ

শার্‌রু ফাযূ দু'আ — য়িন্ 'আরীদ্ব ।৫২। কুল্ আরয়াইতুম্ ইন্ কা-না মিন্ 'ইন্‌দিল্লা-হি ছুম্মা কাফার্‌তুম্ বিহী মান্

সে লম্বা দোয়া করে। (৫২) আপনি বলুন, ভেবেছ কি, যদি তা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়- আর তোমরা তা অস্বীকার কর, তবে তার

أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِي الْءَافَاقِ وَفِي

আদ্বোয়াল্লু মিম্মান্ হুঅ ফী শিক্বা-ক্বিম্ বা'ঈদ্। ৫৩। সানুরী হিম্ আ-ইয়া-তিনা-ফিল্ আ-ফা-ক্বি অফী ~

চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে, যে তার বিরোধী। (৫৩) অবিলম্বে আমি তাদের আশে-পাশে ও তাদেরই মধ্যে নিদর্শন দেখাব, এমন কি

أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

আন্‌ফুসিহিম্ হাত্তা-ইয়াতাবাইয়্যানা লাহুম্ আন্নাহুল্ হাকু; আওয়ালাম্ ইয়াক্‌ফি বিরব্বিকা আন্নাহূ 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্

এর ফলে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ কোরআন সত্য। আপনার রব যে সর্ব বিষয়ে সাক্ষী, তা কি যথেষ্ট

شَهِيدٌ ﴿٥٤﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ع ٦ ١٠ ١ রুকু

শাহীদ্। ৫৪। আলা ~ ইন্নাহুম্ ফী মির্‌ইয়াতিম্ মিল্লিক্বা — য়ি রব্বিহিম্; আলা ~ ইন্নাহূ বিকুল্লি শাইয়িম্ মুহীত্ব।

নয়? (৫৪) জেনে রেখ এরা তাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দিহান, নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) সব কিছু বেষ্টনা করে আছেন।

সূরা শূরা- মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫৩
রুকূ ঃ ৫

﴿١﴾ حم ﴿٢﴾ عسق ﴿٣﴾ كَذَٰلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ

১। হা-মী — ম্। ২। 'আই — ন্ সী — ন্ ক্বা— ফ্। ৩। কাযা-লিকা ইয়ূহী ~ ইলাইকা অ ইলা ল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিকা ল্লা-হুল্

(১) হা মীম, (২) আইন, সীন ক্বাফ,(৩) এ'ভাবে আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অহী প্রেরণ করেছেন। পরাক্রান্ত,

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

'আযীযুল্ হাকীম্। ৪। লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্ব; অহুওয়াল্ 'আলিয়্যুল্ 'আজীম্।

প্রজ্ঞাময় আল্লাহ (৪) যা কিছু আছে আসমানে আর যা কিছু আছে যমীনে সব কিছু তাঁরই, আর তিনি উচ্চ, সুমহান।

﴿٥﴾ تَكَادُ السَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَٰئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

৫। তাকা-দুস্ সামা-ওয়া-তু ইয়াতাফাত্ব্ ত্বোয়ার্‌না-মিন্ ফাওক্বিহিন্না অল্‌মালা — য়িকাতু ইয়ুসাব্বিহূনা বিহাম্‌দি রব্বিহিম্

(৫) আসমানসমূহ তাদের ওপর হতে ভেঙ্গে পড়ার আশংকা হয়, আর ফেরেশ্‌তারা তাদের রবের প্রশংসা মহিমা বর্ণনা করে,

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ

অইয়াস্‌তাগ্‌ফিরূনা লিমান্ ফিল্ আরদ্ব; আলা ~ ইন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ গফূরুর রহীম্। ৬। অল্লাযীনাত্

আর দুনিয়াবাসীদের জন্য ক্ষমা কামনা করে; ওহে! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) আর যারা

اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ۞

তাখাযূ মিন্ দূনিহী ~ আউলিয়া — য়াল্লা-হু হাফীজুন্ 'আলাইহিম্ অমা ~ আন্‌তা 'আলাইহিম্ বিঅকীল্।
আল্লাহ ছাড়া অন্যকে যারা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, আর আপনি তাদের সংরক্ষক নন।

﴿٦﴾ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

৭। অকাযা-লিকা আওহাইনা ~ ইলাইকা কু্‌রআ-নান্ 'আরবিয়্যাল্ লিতুন্‌যির উম্মাল্ কু্‌র-অমান্ হাওলাহা-
(৭) এ'ভাবে আমি আপনাকে আরবী কোরআন প্রদান করলাম, যেন আপনি মক্কা ও তার আশ-পাশের লোকদেরকে সতর্ক করেন,

وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾ وَلَوْ

অতুন্‌যির ইয়াওমাল জ্বাম্'ই লা-রইবা ফীহ্; ফারীক্কু-ন্ ফিল্ জ্বান্নাতি অ ফারীক্কু-ন্ ফিস্ সা'ঈর্। ৮। অলাও
আর সতর্ক করেন পরকাল সম্পর্কে, যার সংঘটনের ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। একদল জান্নাতে একদল জাহান্নামে যাবে। (৮) যদি

شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَ

শা — য়া ল্লা-হু লাজ্বা'আলাহুম্ উম্মাতাঁও ওয়া-হিদাতাঁও অলা-কিঁই ইয়ুদ্‌খিলু মাঁই ইয়াশা — য়ু ফী রহ্‌মাতিহ্; অজ্
আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে সকল মানুষ একই উম্মতের মধ্যে হতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করবেন,

الظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ

জোয়া-লিমূনা মা-লাহুম্ মিওঁ অলিয়্যিঁও অলা-নাছীর্। ৯। আমিত্তাখযূ মিন্ দুনিহী ~ আউলিয়া — য়া
আর জালিমদের না কোন বন্ধু আছে, আর না আছে কোন সাহায্যকারী। (৯) তারা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে বন্ধুরূপে

১ ع ৯ ২ রুকু

فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩﴾ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ

ফাল্লা-হু হুওয়াল্ অলিয়্যু অহুওয়া ইয়ুহ্‌য়িল মাওতা অ হুওয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর্। ১০। অমাখ্ তালাফ্‌তুম্
গ্রহণ করেছে ? আল্লাহ্‌ই বন্ধু, তিনিই মৃতকে জীবিত করেন, আর তিনিই সর্ব শক্তিমান। (১০) আর যে ব্যাপারেই তোমরা

فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞

ফীহি মিন্ শাইয়িন্ ফাহুকমুহূ ~ ইলাল্লা-হ্; যা-লিকুমুল্লা-হু রব্বী 'আলাইহি তাওয়াক্কাল্‌তু অইলাইহি উনীব্।
মতানৈক্য কর, তার মীমাংসা তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে; তিনিই আল্লাহ, আমার রব, তাঁর উপরই ভরসা, তাঁরই অভিমুখী।

﴿١١﴾ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ

১১। ফা-ত্বিরুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্ব; জ্বা'আলা লাকুম্ মিন্ আন্‌ফুসিকুম্ আয্‌ওয়া-জ্বাঁও অমিনাল্ আন্'আ-মি
(১১) তিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে জোড়া সৃষ্টি করলেন, চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও

শানেনুযূল ঃ সূরা শূরা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবাদের (রাঃ) এবং প্রখ্যাত তফসীরকারদের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে এ সূরা পবিত্র মক্কায় নাযিল হয়েছে। পবিত্র মক্কায় নাযিলকৃত সূরা সমূহের প্রধান লক্ষণ হল, তাতে শেরেকবাদী ও পৌত্তলিকতার তীব্র প্রতিবাদ করে আল্লাহর একত্ব এবং ধর্ম-বিশ্বাসের উপরেই বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। এ সমস্ত সূরায় ধর্মনীতি, রাজনীতি, উপাসনা পদ্ধতি, আইন-কানুন ও বিবিধ-বিষয়ক বিধি ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত অল্প পরিলক্ষিত হয়। ফলতঃ কাফেরদের অন্তঃকরণে পৌত্তলিকতার যে অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, তা সমূলে উচ্ছেদ করে তথায় সত্য দ্বীন সমুজ্জ্বল একত্ববাদ ও সত্য বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই প্রধানতঃ এ সমস্ত সূরা নাযিল হয়েছিল।

أَزْوَاجًا ج يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ط لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑫ لَهُ مَقَالِيدُ

আয্ওয়া-জ্বান্ ইয়ায্‌রায়ুকুম্ ফীহ্; লাইসা কামিছ্‌লিহী শাইয়ুন্ অহুওয়াস্ সামীউ'ল্ বাছীর্। ১২। লাহূ মাক্বা-লীদুস্

জোড়া। এভাবেই তিনি বংশ বিস্তার করেন, তাঁর মত কেউ নেই, তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। (১২) আকাশ মণ্ডল

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ج يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ط إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বি ইয়াব্‌সুতু্‌র্ রিয্‌ক্ব লিমাইঁ ইয়াশা — য়ু অইয়াক্বদির্ ইন্নাহূ বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্।

ভূ-পৃষ্ঠের কুঞ্জি তাঁরই কাছে, তিনি যাকে ইচ্ছা রিযিক্ বৃদ্ধি করেন ও যাকে ইচ্ছা সঙ্কুচিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত।

⑬ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصّٰى بِهِ نُوحًا وَّالَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا

১৩। শারা'আ লাকুম্ মিনাদ্দীনি মা-অছ্‌ছোয়া- বিহী নূহাঁও অল্লাযী ~ আওহাইনা ~ ইলাইকা অমা-

(১৩) তোমাদের জন্য দ্বীন চালু করলেন, যার নির্দেশ নূহ্‌কে দিয়েছিলেন। যে অহী আমি আপনাকে প্রদান করেছি তার নির্দেশ

وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرٰهِيمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰىٓ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ط

অছ্‌ছোয়াইনা-বিহী ইব্‌রা ~ হীমা অমূসা-অ'ঈসা ~ আন্ আক্বীমুদ্দীনা অলা-তাতাফার্‌রক্বূ ফীহ্;

ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে প্রদান করেছি (তাহলে)। দ্বীন কায়েম কর, তাতে তোমরা কোন বিরোধিতা করো না; মুশরিকদের

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ط اللّٰهُ يَجْتَبِيٓ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيٓ

কাবুর 'আলাল্ মুশ্‌রিকীনা মা-তাদ্'উহুম্ ইলাইহ্; আল্লা-হু ইয়াজ্‌তাবী ~ ইলাইহি মাইঁ ইয়াশা — য়ু অইয়াহ্‌দী ~

কাছে তা অসহনীয় যার দিকে আপনি আহ্বান করেন, আল্লাহ ইচ্ছে মত ব্যক্তিকে দ্বীনের দিকে আকৃষ্ট করেন, তাঁর

إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيبُ ⑭ وَمَا تَفَرَّقُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ط

ইলাইহি মাইঁ ইয়ুনীব্। ১৪। অমা-তাফার্‌রাক্বূ ~ ইল্লা-মিম্ বা'দি মা-জ্বা — য়াহুমুল্ 'ইল্‌মু বাগ্ইয়াম্ বাইনাহুম্;

অভিমুখীকে পথ প্রদর্শন করান। (১৪) আর জ্ঞান আসার পর যারা জিদের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়, নির্দিষ্ট কালের

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ إِلٰىٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط وَإِنَّ الَّذِينَ

অলাওলা- কালিমাতুন্ সাবাক্বত্ মির্ রব্বিকা ইলা -আজ্বালিম্ মুসাম্মাল্ লাক্বুদিয়া বাইনাহুম্; অইন্নাল্লাযীনা

ব্যাপারে তাদের রবের যদি পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। আর নিশ্চয় পরে যারা

أُورِثُوا الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ⑮ فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ج وَاسْتَقِمْ

উরিছুল্ কিতা-বা মিম্ বা'দিহিম্ লাফী শাক্‌কিম্ মিন্‌হু মুরীব্। ১৫। ফালিযা-লিকা ফাদ্'উ অস্‌তাক্বিম্

কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে,তারা কোরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। (১৫) অতঃপর তার প্রতি ডাকুন, আদিষ্ট

كَمَآ أُمِرْتَ ج وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ج وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ

কামা ~ উমির্‌তা অলা-তাত্তাবি' আহ্‌ওয়া ~ য়াহুম অক্বুল্ আ-মান্‌তু বিমা ~ আন্‌যালা ল্লা-হু মিন্

বিষয়ে দৃঢ় থাকুন, তাদের মনমত চলবেন না, বলুন, আল্লাহর অবতারিত গ্রন্থে আমি বিশ্বাসী, আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়

كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَاۤ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ

কিতা-বিন্ আউমিরতু লিআ'দিলা বাইনাকুম্; আল্লা-হু রব্বুনা- অরব্বুকুম্; লানা ~ আ'মা-লুনা-অলাকুম্ আ'মা-লুকুম্;

বিচার করতে আদিষ্ট, আল্লাহ আমাদেরও রব, তোমাদেরও রব; আমাদের কর্ম আমাদের আর তোমাদের কর্ম তোমাদের। আর

لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (১৬) وَالَّذِيْنَ

লা-হুজ্জাতা বাইনানা- অবাইনাকুম্; আল্লা-হু ইয়াজ্‌মা'উ বাইনানা অইলাইহিল্ মাছীর্। ১৬। অল্লাযীনা

আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিরোধ নেই। আল্লাহই সকলকে একত্র করবেন। তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন স্থল। (১৬) আল্লাহর

يُحَاۤجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

ইয়ুহা — জ্জূনা ফিল্লা-হি মিম্ বা'দি মাস্‌তুজীবা লাহূ হুজ্জাতুহুম্ দা-হিদ্বোয়াতুন্ 'ইন্দা রব্বিহিম্

আনুগত্য করার পর যারা তাঁকে নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের এ তর্ক তাদের রবের কাছে সম্পূর্ণ বাতিল, তাদের ওপর

وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ (১৭) اَللّٰهُ الَّذِىْۤ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ

অ'আলাইহিম্ গদ্বোয়াবুঁও অলাহুম্ 'আযা-বুন্ শাদীদ্। ১৭। আল্লা-হুল্ লাযী ~ আন্‌যালাল্ কিতা-বা বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি

তাঁর (আল্লাহর) ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক আযাব। (১৭) আল্লাহ সেই সত্তা যিনি সত্য কিতাব ও তুলাদণ্ড

وَالْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ (১৮) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا

অল্ মীযা-ন্; অমা-ইয়ুদ্‌রীকা লা'আল্লাস্ সা-'আতা ক্বরীব্। ১৮। ইয়াস্‌তা'জ্বিলু বিহাল্লাযীনা লা-

অবতীর্ণ করেছেন, আর কেয়ামত যে নিকটবর্তী তা কি আপনি জানেন? (১৮) এর (কেয়ামতের) প্রতি অবিশ্বাসীরাই

يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ اَلَاۤ اِنَّ

ইয়ু''মিনূনা বিহা-অল্লাযীনা আ-মানূ মুশ্‌ফিক্বূনা মিন্‌হা- অইয়া'লামূনা আন্নাহাল্ হাক্ব; আলা ~ ইন্নাল্

তো তাড়াতাড়ি (কেয়ামত) চায়; আর যারা বিশ্বাস করে তারা তাকে ভয় করে এবং জানে যে, তা সত্য। ওহে! যারা কেয়ামত

الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِىْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ (১৯) اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ

লাযীনা ইয়ুমা-রূনা ফিস্ সা-'আতি লাফী দ্বোয়ালা-লিম্ বা'ঈদ্। ১৯। আল্লা-হু লাত্বীফুম্ বি'ইবা-দিহী ইয়ারযুক্বু

নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত তারা ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। (১৯) আল্লাহ তাঁর বান্দাহ্‌দের প্রতি অতিব দয়ালু, তিনি যাকে

২ ع ১০ ৩ রুকু

مَنْ يَّشَاۤءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ (২০) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ

মাইঁ ইয়াশা — য়ু অহুওয়াল্ ক্বওয়িয়্যুল্ 'আযীয্। ২০। মান্ কা-না ইয়ুরীদু হার্‌ছাল্ আ-খিরতি নাযিদ্ লাহূ ফী

ইচ্ছা করেন রিযিক প্রদান করেন, তিনি মহা পরাক্রান্ত (২০) যে পরকালের ফসলের আকাঙ্খি আমি তার ফসল বৃদ্ধি করে দিয়ে

حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ☆

হার্‌ছিহী অমান্ কা-না ইয়ুরীদু হার্‌ছাদ্দুন্‌ইয়া- নু''তিহী মিন্‌হা-অমা-লাহূ ফিল্ আ-খিরতি মিন্ নাছীব্।

থাকি। আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাদের দুনিয়ায়ই কিছু দেই। আর পরকালে সে কিছুই পাবে না।

﴿٢١﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ

২১। আম্ লাহুম্ শুরাকা — য়ু শারা'উলাহুম্ মিনা দ্দীনি মা-লাম্ ইয়া''যাম্ বিহিল্লা-হ্; অলাওলা-কালিমাতুল্ ফাছ্লি
(২১) এদের কি কোন শরীক আছে, যারা তাদের জন্য এমন এক বিধান দিয়েছে, যার নির্দেশ আল্লাহ দেন নি? মিমাংসার কথা না থাকলে

لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾ تَرَى ٱلظَّٰلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا

লাকুদ্বিয়া বাইনাহুম্ অইন্নাজ্ জোয়া-লিমীনা লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ২২। তারজ্ জোয়া-লিমীনা মুশ্ফিক্বীনা মিম্মা-
কর্মেই মীমাংসা হত। নিশ্চয়ই জালিমদের জন্য পীড়াদায়ক আযাব। (২২) জালিমদেরকে তাদের কর্মের কারণে তাদেরকে

كَسَبُوا۟ وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فِى رَوْضَاتِ

কাসাবূ অহুওয়া ওয়া-ক্বিউ'ম্ বিহিম্; অল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি ফী রাওদ্বোয়া-তিল্
ভীত পাবেন, আর তাদের কৃত কর্মের ফল তাদের ওপরই। আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারা

ٱلْجَنَّاتِ ۖ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾ ذَٰلِكَ ٱلَّذِى

জান্না-তি লাহুম্ মা-ইয়াশা — য়ূনা 'ইন্দা রব্বিহিম্; যা-লিকা হুওয়াল্ ফাদ্বলুল্ কাবীর্। ২৩। যা-লিকাল্লাযী
জান্নাতের[১] বাগানে তাদের রবের কাছে তাদের ইচ্ছামত যা চাইবে তার সবই তারা পাবে, এটাই মহাদান। (২৩) এ সুসংবাদই

يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ

ইয়ুবাশ্শিরুল্লা-হু 'ইবা-দাহুল্ লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-ত; ক্বুল্ লা ~ আস্য়ালুকুম্ 'আলাইহি
আল্লাহ মু'মিন ও পুণ্যবান বান্দাহদেরকে প্রদান করেন ; আপনি বলুন, আত্মীয়তার সদ্ব্যবহার ব্যতীত তোমাদের নিকট

أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُۥ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ

আজ্‌রান্ ইল্লাল্ মাওয়াদ্দাতা ফিল্ ক্বুর্‌বা-; অ মাঁই ইয়াক্বতারিফ্ হাসানাতান্ নাযিদ্ লাহূ ফীহা-হুস্না-ইন্না
আমি আর কিছুই চাই না। আর যে কল্যাণ করে আমি তাতে আরো সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দিয়ে থাকি, নিশ্চয়ই আল্লাহ

ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٤﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ

ল্লা-হা গফূরুন্ শাকূর্। ২৪। আম্ ইয়াক্বূ লূনাফ্ তারা-'আলাল্লা-হি কাযিবান্ ফাইঁ ইয়াশায়িল্লা-হু ইয়াখ্‌তিম্ 'আলা-
ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (২৪) তারা কি বলে, সে আল্লাহর ওপর মিথ্যা রচনা করেছে? আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে আপনার

قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَٰطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ

ক্বল্‌বিক্; অইয়াম্‌হু ল্লা-হুল্ বা-ত্বিলা অ ইয়ুহিক্বক্বুল্ হাক্বক্ব বিকালিমা-তিহ্; ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্
মনে মোহর মেরে দিতেন। আর আল্লাহ মিথ্যাকে বিলুপ্ত করেন এবং হক প্রতিষ্ঠা করেন। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের অন্তরে যা আছে

আয়াত-২২ ঃ টীকাঃ (১) জান্নাত শব্দটি বহুবচন যার অর্থ বেহেশত। বহুবচন করার কারণ হল, এতে বহু শ্রেণী ও স্তর রয়েছে, প্রত্যেকটি স্তরই এক একটি বেহেশত এবং প্রত্যেক স্তর বিভিন্ন বাগানসমূহ রয়েছে। প্রত্যেক বেহেশতী নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন স্তরে থাকবে।
শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৩ ঃ এ আয়াতের পূর্বে আয়াত নাযিল হলে ছাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কোন্ আত্মীয়ের সাথে আমাদেরকে মহব্বত রাখার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে? রাসূল (ছঃ) বললেন, ফাতিমা (রাঃ), আলী, (রাঃ), হাসান (রাঃ) এবং হুসাইন (রাঃ)। তখন কতিপয় লোকের ধারণা জন্মিল যে, রাসূল (ছঃ)-এর এ আদেশ দেয়ার উদ্দেশ্য হল তাঁরা যেন রাসূল (ছঃ)-এর পর আমাদের ওপর হুকুমত চালায় এবং আমরা তাঁদের প্রজা হয়ে থাকি। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (খাযিন)

الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ

ছুদূর্। ২৫। অহুওয়াল্ লাযী ইয়াক্ববালুত্ তাওবাতা 'আন 'ইবা-দিহী অইয়া'ফূ 'আনিস্ সাইয়িয়া-তি অইয়া'লামু
তা সবিশেষ অবহিত (২৫) আর তিনি নিজ বান্দাহ্‌দের তওবা গ্রহণ করেন, এবং গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন, আর তোমাদের কৃতকর্ম

مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيدُهُم مِّن

মা-তাফ্'আলূ ন্। ২৬। অ ইয়াস্‌তাজ্বীবুল্ লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি অইয়াযীদুহুম্ মিন্
সম্পর্কে অবহিত। (২৬) আর তিনি মুমিন ও পুণ্যবানদের ডাকে সাড়া দেন আর স্বীয় অনুগ্রহে তাদের আরও অধিক দান

فَضْلِهِ ۚ وَالْكٰفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ

ফাদ্বলিহ্; অল্ কা-ফিরূনা লাহুম্ 'আযা-বুন্ শাদীদ্। ২৭। অলাও বাসাত্বোয়া ল্লা-হুর্ রিয্‌ক্ব লি'ইবা-দিহী
করেন, অনুদান বৃদ্ধি করেন; কাফেরদের জন্য ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে। (২৭) আল্লাহ তাঁর সব বান্দাহকে প্রচুর রিযিক্

لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ *

লাবাগাও ফিল্ আরদ্বি অলা-কিঁও ইয়ুনায্‌যিলু বিক্বাদারিম্ মা-ইয়াশা — য়ু; ইন্নাহূ বি'ইবা-দিহী খবীরুম্ বাছীর।
দিলে তারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করত, কিন্তু তিনি তা পরিমিত করেন, তিনি বান্দাহদেরকে জানেন, সবকিছু দেখেন।

﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ *

২৮। অহুওয়াল্লাযী ইয়ুনায্‌যিলুল্ গইছা মিম্ বা'দি মা- ক্বানতূ অইয়ান্‌শুরু রহ্‌মাতাহ্; অহুওয়াল্ অলিইয়ুল্ হামীদ্।
(২৮) এবং তিনি হতাশ হলে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন, যেহেতু তিনিই প্রশংসাভাজন রক্ষক।

﴿٢٨﴾ وَمِنْ آيٰتِهِ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلٰى

২৯। অমিন্ আ-ইয়া-তিহী খল্‌ক্বুস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্‌দ্বি অমা-বাছ্‌ছা ফীহিমা-মিন্ দা — ব্বাহ্; অহুওয়া 'আলা-
(২৯) তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্যতম আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি, উভয়ের মধ্যকার জীব-জানোয়ার সৃষ্টি, আর ইচ্ছা হলেই

ع ৩ ১০ ৪ রুকু • এক চতুর্থাংশ

جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ وَمَا أَصٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

জ্বাম্'ইহিম্ ইযা- ইয়াশা — য়ু ক্বাদীর্। ৩০। অমা-আছোয়া-বাকুম্ মিম্ মুছীবাতিন্ ফাবিমা-কাসাবাত্ আইদীকুম্
তিনি তাদেরকে জমা করতে সক্ষম। (৩০) আর তোমাদের উপর যেসব বিপদ আপতিত হয় তা তোমাদের কৃতকর্মের

وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ

অ ইয়া'ফূ 'আন্ কাছীর্। ৩১। অমা ~ আন্‌তুম্ বিমু'জ্বিযীনা ফিল্ আর্‌দ্বি অমা-লাকুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি
ফসল; আর তিনি অনেকগুলো তো মাফ করেন। (৩১) তোমরা যমীনে ব্যর্থকারী নও, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্য না

শানেনুযূল ঃ আয়াত–২৫ঃ ২৩ নং আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর কু-ধারণাকারীরা লজ্জিত হয়ে পড়ল এবং আবেদন করল হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের কু-ধারণা হতে তওবা করছি। তখন তওবা গ্রহণের সু-সংবাদে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

আয়াত–২৬ঃ আসহাবে সুফফা (রাঃ) সে সকল দুঃস্থদের মধ্যে ছিলেন যাদের নিকট না কোন অন্নের খবর ছিল, আর না পান করার কোন ব্যবস্থা ছিল। যদি কিছু খেতে পেতেন তবে খেয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করতেন নতুবা উপবাসের ওপর ধৈর্যধারণ। সর্বদা দ্বীনী জ্ঞান শিক্ষায় অথবা আল্লাহর স্মরণে মসজিদে নববীর নিকটস্থ অলিন্দে পড়ে থাকতেন। একদা মানবিক চাহিদা অনুসারে বনী কুরায়যা ও বনী নযীরের ইহুদীদের জায়গীর ও ধন-দৌলত দেখে তাদের অন্তরে এ ধারণা হল যে, আমরাও যদি এমন হয়ে যেতাম তবে কত সুন্দর হত? তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٣٢﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٣٣﴾ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ

মিঁও অলিয়্যিঁও অলা-নাছীর্। ৩২। অমিন্ আ-ইয়া-তিহিল্ জ্বাওয়া-রি ফিল্ বাহ্‌রি কাল্ আ'লা-ম্। ৩৩। ইঁইয়াশা'' ইয়ুস্‌কিনির্

বন্ধু আছে, আর না সাহায্যকারী। (৩২) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম চলমান সমুদ্রে পাহাড়তুল্য জাহাজ । (৩৩) ইচ্ছা করলে

الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۙ

রীহা-ফাইয়াজ্‌লাল্‌না রাওয়া-কিদা 'আলা-জোয়াহ্‌রিহ্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিকুল্লি ছোয়াব্বা-রিন্ শাকূর্।

তিনি বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন, ফলে নৌযান চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে, এটা প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শন।

﴿٣٤﴾ اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٥﴾ وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ

৩৪। আও ইয়ূ বিক্বূহুন্না বিমা-কাসাবূ অইয়া'ফু 'আন্ কাছীর্। ৩৫। অ ইয়া'লামুল্ লাযীনা ইয়ুজ্বা-দিলূনা ফী ~

(৩৪) বা তাদের কর্মের জন্য তা ডুবাতে পারেন, অনেককে মাফও করেন। (৩৫) নিদর্শনে বিতর্ক কারীরা যেন জানতে পারে যে,

اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾ فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ

আ-ইয়া-তিনা-; মা-লাহুম্ মিম্ মাহীছ্। ৩৬। ফামা ~ উতীতুম্ মিন্ শাইয়িন্ ফামাতা-'উল্ হা-ইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-

তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই। (৩৬) বস্তুতঃ তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ মাত্র, আর আল্লাহর

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِيْنَ

অমা-'ইন্‌দাল্লা-হি খইরুঁও অআব্ক্বা- লিল্লাযীনা আ-মানূ অ'আলা-রব্বিহিম্ ইয়াতাওয়াক্কালূন্। ৩৭। অল্লাযীনা

কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লার উপর ভরসা করেছে তাদের জন্য (৩৭) আর যারা মহাপাপী

يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ

ইয়াজ্‌তানিবূনা কাবা — য়িরাল্ ইছ্‌মি অল্‌ফাওয়া-হিশা অইযা-মা-গদ্বিবূ হুম্ ইয়াগ্‌ফিরূন্। ৩৮। অল্লাযীনাস্

ও অশ্লীল কাজ হতে দূরে থাকে, আর ক্রোধের সময় মার্জনা করে দেয়। (৩৮) আর যারা তাদের রবের আহ্বানে সাড়া প্রদান

اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ

তাজ্বা-বূ লিরব্বিহিম্ অআক্বা-মুছ্ ছলা-তা অআম্‌রুহুম্ শূরা- বাইনাহুম্ অমিম্মা-রাযাক্বনা-হুম্ ইয়ুন্‌ফিক্বূন্।

করে, আর যারা প্রতিষ্ঠা করে নামায, আর যারা পরামর্শ ভিত্তিক কাজ করে এবং আমার দেয়া রিযিক্ হতে ব্যয় করে,

﴿٣٩﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٤٠﴾ وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ

৩৯। অল্লাযীনা ইযা ~ আছোয়া-বাহুমুল্ বাগ্‌ইয়ু হুম্ ইয়ান্‌তাছিরূন্। ৪০। অজ্বাযা — য়ু সাইয়িয়াতিন্ সাইয়িয়াতুম্

(৩৯) আর যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ নেয়। (৪০) আর মন্দের প্রতিফলন অনুরূপ মন্দ, আর যে মাফ করে ও

مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾ وَلَمَنِ

মিছ্‌লুহা-ফামান্ 'আফা-অআছ্‌লাহা ফাআজ্‌রুহূ 'আলাল্লা-হ্; ইন্নাহূ লা-ইয়ুহিব্বুজ্ জোয়া-লিমীন্। ৪১। অলামানিন্

সংশোধন করে আল্লাহর কাছে তার পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে ভালবাসেন না। (৪১) নির্যাতিত

انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ﴿٤٢﴾ إنما السبيل على الذين

তাছোয়ার বা'দা জুল্‌মিহী ফায়ুলা — য়িকা মা 'আলাইহিম্ মিন্ সাবীল্। ৪২। ইন্নামাস্ সাবীলু 'আলাল্লাযীনা

হওয়ার পর যার ন্যায্য প্রতিশোধ গ্রহণ করে,তাদের কোন অসুবিধা নেই। (৪২) অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে,

يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ۚ أولئك لهم عذاب أليم ۞

ইয়াজ্‌লিমূনান্না-সা অইয়াব্‌গূনা ফিল্ আর্‌দ্বি বিগইরিল্ হাক্ব্; উলা — য়িকা লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্।

যারা মানুষের প্রতি জুলুম করে ও যমীনে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি।

৪ ع ১৪ ৫ রুকু

﴿٤٣﴾ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ﴿٤٤﴾ ومن يضلل الله

৪৩। অলামান্ ছবার অগফার ইন্না যা-লিকা লামিন্ 'আয্‌মিল্ উ'মূর্। ৪৪। অমাইঁ ইয়ুদ্বলিলিল্লা-হু

(৪৩) তবে যে ব্যক্তি ধৈর্য অবলম্বন করে ও ক্ষমা প্রদর্শন [১] করে, তা নিশ্চয়ই তার জন্য সৎ সাহসের কাজ। (৪৪) আর আল্লাহ

فما له من ولي من بعده ۗ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل

ফামা-লাহূ মিঁও অলিয়্যিম্ মিম্ বা'দিহ্; অতারাজ্‌জোয়া-লিমীনা লাম্মা-রয়ায়ুল্ 'আযা-বা ইয়াক্বূলূনা হাল্

যাকে বিভ্রান্ত করেন,তার কোন অভিভাবক নেই। আর যারা জালিম তারা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা বলবে,

إلى مرد من سبيل ﴿٤٥﴾ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون

ইলা- মারাদ্দিম্মিন্ সাবীল্। ৪৫। অ তর-হুম্ ইয়ু'রদ্বূনা 'আলাইহা-খ-শি'ঈনা মিনায্ যুল্লি ইয়ান্‌জুরূনা

"প্রত্যাবর্তনের কি কোন উপায় আছে"? (৪৫) আর আপনি দেখবেন যে, যখন তাদেরকে ভীত লাঞ্ছিতভাবে হাযির করা হবে,

من طرف خفي ۗ وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم

মিন্ ত্বোয়ার্‌ফিন্ খফী; অক্বা-লাল্ লাযীনা আ-মানূ ~ ইন্নাল্ খ-সিরীনাল্ লাযীনা খসিরূ ~ আন্‌ফুসাহুম্

তখন তারা চোখের কিনারা দিয়ে তাকাচ্ছে; আর মু'মিনরা বলবে, নিঃসন্দেহে পরকালে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত,যারা নিজেদের

وأهليهم يوم القيامة ۗ ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ﴿٤٦﴾ وما كان لهم

অআহ্‌লীহিম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; আলা ~ ইন্নাজ্ জোয়া-লিমীনা ফী 'আযা-বিম্ মুক্বীম্। ৪৬। অমা-কা-না লাহুম্

ও স্বীয় পরিবার পরিজনের ক্ষতি করেছে। নিশ্চয়ই জালিমরা স্থায়ী আযাবের মধ্যে থাকবে। (৪৬) আর তাদের কোন

من أولياء ينصرونهم من دون الله ۗ ومن يضلل الله فما له من سبيل ۞

মিন্ আউলিয়া — য়া ইয়ান্‌ছুরূনাহুম্ মিন্ দূনিল্লা-হ্; অমাইঁ ইয়ুদ্বলিলিল্লা-হু ফামা-লাহূ মিন্ সাবীল্।

সাহায্যকারীও থাকবে না আর কোন বন্ধুও থাকবে না আল্লাহ ব্যতীত, আল্লাহ কাউকে বিভ্রান্ত করলে তার জন্য কোন পথ নেই।

আয়াত-৪৩ ঃ টীকা ঃ (১) এ আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাছীর (রঃ) বলেন উৎপীড়নকৃত ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণে শক্তি থাকার পরও উৎপীড়নকারী হতে প্রতিশোধ নেয় না; বরং ক্ষমা করে দেয়। (ইবঃ কাঃ) আয়াত-৪৫ঃ ফেরেশতারা জাহান্নামকে উটের রশির ন্যায় এক হাজার রশি দিয়ে টেনে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করবে। কিয়ামত অস্বীকারীরা এতে ভীত হয়ে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে গিয়ে নেক আ'মল করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্খা ব্যক্ত করবে। বিশুদ্ধ তাফসীর মতে, মৃত্যু সময়ের আকাঙ্খার সাথে আর হাশর ময়দানের আকাঙ্খা এ আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট। পাপাচারীরা দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের এ দুবার আকাঙ্খা করবে। তৃতীয়বার আকাঙ্খা হবে জাহান্নামের শাস্তি সহ্য করতে না পেরে তখন ফেরেশতা বলবে– এখন আর দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের সময় নেই। (ইবঃ কাঃ)

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۖ مَا لَكُمْ مِنْ ﴿٤٧﴾

৪৭। ইস্‌তাজীবূ লিরব্বিকুম্ মিন্ ক্বব্‌লি আইঁ ইয়া''তিয়া ইয়াওমুল্ লা-মারদ্দা লাহূ মিনাল্লা-হ্; মা-লাকুম্ মিম্

(৪৭) অপ্রতিরুদ্ধ দিন আসার পূর্বে রবের আহ্বানে সাড়া প্রদান কর। সেদিন তোমাদের না থাকবে কোন আশ্রয়, আর না

مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٤٨﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ

মাল্‌জ্বায়িঁ ইয়াওমায়িযিঁও অমা-লাকুম্ মিন্ নাকীর্। ৪৮। ফাইন, আ'রাদ্বূ ফামা ~ আর্‌সাল্‌না-কা

থাকবে কোন অস্বীকারকারী। (৪৮) অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরায়, তবে আপনাকে তো তাদের রক্ষক

عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا

''আলাইহিম্ হাফীজোয়া-; ইন্ 'আলাইকা ইল্লাল্ বালা-গ্; অইন্না ~ ইযা ~ আযাক্ব্‌নাল্ ইন্‌সা-না মিন্না-

বানাই নি। আপনার কাজ তো কেবল প্রচার করা; মানুষকে যখন অনুগ্রহ ভোগ করানো হয় তখন খুশী হয়,

رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ

রহ্‌মাতান্ ফারিহা-বিহা-অইন্ তুছিব্‌হুম্ সাইয়িয়াতুম্ বিমা-ক্বদ্দামাত্ আইদীহিম্ ফাইন্নাল্ ইন্‌সা-না

আর যখন তাদের কৃতকর্মের কারণে যখন তাদের উপর বিপদ আপতিত হয় তখন তারা অকৃতজ্ঞ

كَفُورٌ ﴿٤٨﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ

কাফূর্। ৪৯। লিল্লা-হি মুল্‌কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আরদ্ব্; ইয়াখ্‌লুক্বু মা-ইয়া শা — য়্; ইয়াহাবু লিমাইঁ

হয়। (৪৯) নিশ্চয়ই আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তা'আলা; তিনি যাকে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আর যাকে

يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ

ইয়াশা — য়ু ইনা-ছাঁও অইয়াহাবু লিমাই ইঁয়াশা — য়ুয্ যুকূর্। ৫০। আও ইয়ুযাওয়্যিজুহুম্ যুক্‌রা-নাঁও অইনা-ছান্

ইচ্ছা কন্যা সন্তান প্রদান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান প্রদান করেন। (৫০) অথবা যাদেরকে ইচ্ছা পুত্র-কন্যা উভয়ই

وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ

অইয়াজ্ব-'আলূ মাইঁ ইয়াশা — য়ু 'আক্বীমা-; ইন্নাহূ 'আলীমুন্ ক্বদীর্। ৫১। অমা- কা-না লিবাশারিন্ আইঁ

প্রদান করেন; আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন; তিনি জ্ঞানী, শক্তিমান্। (৫১) কোন মানুষ এমন নয় যে, আল্লাহ তার সাথে

يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ

ইয়ুকাল্লিমাহুল্লা-হু ইল্লা-অহ্‌ইয়ান্ আও মিওঁ অর — য়ি হিজ্বা-বিন্ আও ইয়ুর্‌সিলা রসূলান্ ফাইয়ূহিয়া

কথা বলবেন, কিন্তু অহী বা পর্দার অন্তরালে বা অহী দিয়ে দূত প্রেরণ করে বলতে পারেন। আল্লাহ যা চান তাঁর

بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ

বিইযনিহী মা-ইয়াশা — য়্; ইন্নাহূ 'আলিয়্যুন্ হাকীম। ৫২। অ কাযা-লিকা আওহাইনা ~ ইলাইকা রূহাম্ মিন্

অনুমতিক্রমে পৌছবে। নিশ্চয়ই তিনি সমুচ্চ,প্রজ্ঞাময়। (৫২) আর এভাবে আমি আপনার কাছে রূহ তথা নির্দেশ প্রেরণ করেছি,

أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُورًا

আম্‌রিনা-; মা-কুন্‌তা তাদ্‌রী মাল্ কিতা-বু অলাল্ ঈমা-নু অলা-কিন্ জ্বা'আল্‌না-হু নূরান্

কিতাব কি, আর ঈমান বা কোন বস্তু, আপনি তা অবগত ছিলেন না। আমি তাকে (এ কোরআনকে) এক উজ্জ্বল আলো বানিয়েছি,

نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿৫৩﴾ صِرَاطِ

নাহ্‌দী বিহী মান্ নাশা — য়ু মিন্ 'ইবা-দিনা- অইন্নাকা লা-তাহ্‌দী ইলা-ছিরা-ত্বিম্ মুস্‌তাকীম্। ৫৩। ছিরা-ত্বিল

যা দ্বারা আমি আমার বান্দাহদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত দেই। নিশ্চয়ই আপনি এর সাহায্যে তাদেরকে সরল পথই প্রদর্শন করছেন। (৫৩) যা

৫ ع ১০ ৬ রুকু

اللّٰهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللّٰهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ٭

লা-হিল্ লাযী লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আর্‌দ্ব; আলা ~ ইলাল্লা-হি তাছীরুল উমূর্।

ঐ আল্লাহর পথ, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সব কিছুর মালিক। জেনে রেখ সকল কিছু আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

সূরা যুখ্রুফ
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮৯
রুকূ ঃ ৭

পারা-২৫

﴿১﴾ حٰمٓ ﴿২﴾ وَالْكِتٰبِ الْمُبِينِ ﴿৩﴾ إِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿৪﴾ وَإِنَّهُ

১। হা-মী — ম্ ২। অল্ কিতা-বিল্ মুবীন্। ৩। ইন্না-জ্বা'আল্‌না-হু ক্বুরআ-নান্ 'আরবিইয়্যাল্ লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন্। ৪। অইন্নাহূ

(১) হা মীম। (২) সুস্পষ্ট গ্রন্থের কসম, (৩) নিশ্চয়ই আমি কোরআনকে আরবী ভাষায় করেছি, যেন বুঝ। (৪) নিশ্চয়ই তা মূল

فِي أُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿৫﴾ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ

ফী ~ উম্মিল্ কিতা-বি লাদাইনা-লা'আলিয়্যুন্ হাকীম্। ৫। আফানাদ্বরিবু 'আন্‌কুমুয্ যিক্‌রা ছোয়াফ্‌হান্ আন্ কুন্‌তুম্

গ্রন্থে আমার কাছে রয়েছে, তা মহান, জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ। (৫) তোমাদের নিকট হতে পূর্ণ উপদেশ কি আমি তুলে নিয়ে যাব যে,

قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴿৬﴾ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿৭﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ

ক্বওমাম্ মুস্‌রিফীন্। ৬। অকাম্ আর্‌সাল্‌না- মিন্ নাবিয়্যিন্ ফিল্ আওয়্যালীন্।৭। অমা- ইয়া'তীহিম্ মিন্ নাবিয়্যিন্

তোমরা সীমালংঘণকারী কওম। (৬) অনন্তর আমি পূর্ববর্তীদের কাছে বহু নবী প্রেরণ করেছি।(৭) তাদের নিকট নবী

إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿৮﴾ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضٰى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ٭

ইল্লা-কা-নূ বিহী ইয়াস্ তাহ্‌যিয়ূন্। ৮। ফাআহ্‌লাক্‌না ~ আশাদ্দা মিন্‌হুম্ বাত্ব্‌শাঁও অ মাদ্বোয়া-মাছালুল্ আওয়্যালীন্।

আসলেই তারা ঠাট্টা করত। (৮) আমি এদের চাইতে শক্তিধরদেরকে ধ্বংস করেছি, আর পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো আছেই।

আয়াত-২ ঃ অর্থাৎ হেদায়েতের পদ্ধতিসমূহ প্রকাশকারী। অথবা এর অর্থ হল, এটির শব্দ ও অর্থ সুস্পষ্ট। (ইবঃ কাঃ)

আয়াত-৫ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ, আবু সালেহ ও সুদ্দী (রহঃ) বলেন- অর্থ হল, তোমাদের কি এই ধারণা যে, আমি তোমাদেরকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দেব, অথচ তোমরা আমার নির্দেশানুযায়ী আ'মল করছ না? কাতাদাহ (রহঃ) বলেন-এই উম্মতের পূর্বাকালীন লোকদের অগ্রাহ্য করার সময় যদি এ কোরআনকে প্রত্যাহার করা হত, তা হলে তারা ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু দয়ালু আল্লাহ কোরআন অবতরণ করে মানুষকে হেদায়েতের দিকে ডাকেন। (ইবঃ কাঃ)

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ ⑨

৯। অলায়িন্ সায়াল্‌তাহুম্ মান্ খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দোয়া লাইয়াক্বূলুন্না খলাক্বহুন্নাল্ 'আযীযুল্

(৯) আসমান-যমীনের স্রষ্টা কে? প্রশ্ন করলে তারা অবশ্যই বলবে, পরাক্রান্ত, বিজ্ঞই সৃষ্টি

الْعَلِيمُ ⑩ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ

'আলীম্। ১০। আল্লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ আর্‌দ্বোয়া মাহ্‌দাঁও অজ্বা'আলা লাকুম্ ফীহা-সুবুলাল্ লা'আল্লাকুম্

করেছেন। (১০) যিনি তোমাদের জন্য ভুবনকে শয্যা করলেন এবং তাতে তোমাদের জন্য চলার পথ রাখলেন, যেন পথ

تَهْتَدُونَ ⑪ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا

তাহ্‌তাদূন্। ১১। অল্লাযী নায্‌যালা মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়াম্ বিক্বদারিন্ ফাআন্‌শার্‌না বিহী বাল্‌দাতাম্ মাইতান্

পাপ্ত হও।(১১) আর যিনি আকাশ হতে পরিমিত বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তারপর আমি সে পানির সাহায্যে মৃত ভূমিকে জীবিত করি,

كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ⑫ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَ

কাযা-লিকা তুখ্‌রাজূন্। ১২। অল্লাযী খলাক্বল্ আয্‌ওয়া-জ্বা কুল্লাহা-অজ্বা'আলা লাকুম্ মিনাল্ ফুল্‌কি অল্

এভাবে তোমরাও উত্থিত হবে। (১২) তিনি সকল যুগল সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমাদের জন্য নৌযান ও জন্তু সৃষ্টি করলেন

الْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ⑬ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ

আন্‌আ-মি মা-তার্‌কাবূন্। ১৩। লি তাস্‌তাওয়ূ আলা-জুহূরিহী ছুম্মা তায্‌কুরূ নি'মাতা রব্বিকুম্ ইযাস্ তাওয়াইতুম্ 'আলাইহি

যাতে আরোহণ কর, (১৩) যেন তার পিঠে স্থিরভাবে বসতে পার, পরে রবের দয়া স্মরণ কর,যখন তোমরা দৃঢ়ভাবে বস

وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ⑭ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا

অ তাক্বূলূ সুব্‌হা-নাল্লাযী সাখ্‌খর লানা- হা-যা- অমা-কুন্না লাহূ মুক্বরিনীন্। ১৪। অইন্না ~ ইলা-রব্বিনা-

এবং বল, মহিমা ঐ সত্তার যিনি এটা আমাদের আয়ত্ব করলেন, আমরা অনুগত করার ছিলাম না। (১৪) আমরা রবের

لَمُنقَلِبُونَ ⑮ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ⑯ أَمِ

লামুন্‌ক্বলিবূন। ১৫। অজ্বা'আলূ লাহূ মিন্ ইবা-দিহী জুয্‌য়া-; ইন্নাল্ ইন্‌সা-না লাকাফূরুম্ মুবীন্। ১৬। আমিত

নিকটেই প্রত্যাবর্তন করব। (১৫) আর তারা বান্দাকে তাঁর শরীক বানিয়েছে, মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ। (১৬) আর তিনি কি

ع ১৫ ১ ৭ রুকু

اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ ⑰ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا

তাখাযা মিম্মা-ইয়াখ্‌লুক্বু বানা-তিঁও অআছ্‌ফা-কুম্ বিল্‌বানীন্। ১৭। অইযা-বুশ্‌শির আহাদুহুম্ বিমা-

নিজের সৃষ্টি হতে কন্যা সন্তান নিলেন, আর তোমাদেরকে দিলেন পুত্র? (১৭) আর দয়াময়কে তারা যা বলে,তার ব্যাপারে

ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ⑱ أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ

দ্বোয়ারাবা লির্‌রহমা-নি মাছালান্ জোয়াল্লা-অজ্‌হুহূ মুস্‌ওয়াদ্দাঁও অ হুওয়া কাজীম্। ১৮। আওয়া মাইঁ ইয়ুনাশ্‌শায়ূ ফিল্ হিল্‌ইয়াতি

তাদেরকে বললে মুখ কালো হয় এবং মর্মবেদনায় বিষণ্ন হয়। (১৮) যারা অলংকারে ভুষিত হয়ে লালিত হয় তারা কি

وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ؕ

অহুওয়া ফিল্ খিছোয়া-মি গইরু মুবীন্। ১৯। অজ্বা 'আলূল্ মালা — য়িকাতাল্ লাযীনা হুম্ 'ইবা-দুর্ রহ্‌মা-নি ইনা-ছা-;
তর্কে অসমর্থ? (১৯) আর আল্লাহর বান্দাহ্ ফেরেশ্‌তাদেরকে তারা নারী সাব্যস্ত করেছে, তারা কি তাদের সৃষ্টি দেখেছে?

اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ؕ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا

আশাহিদূ খল্‌ক্বহুম্; সাতুক্‌তাবু শাহা-দাতুহুম্ অ ইয়ুস্‌য়ালূন্। ২০। অ ক্বা-লূ লাও শা — য়ার্ রহ্‌মা-নু মা-
তারা যা উক্তি করে তা লেখা হয়, তারা এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। (২০) আর তারা বলে, দয়াময় যদি ইচ্ছা করতেন, তবে

عَبَدْنٰهُمْ ؕ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٢١﴾ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ

'আবাদ্‌না-হুম্; মা-লাহুম্ বিযা-লিকা মিন্ ই'ল্‌মিন্ ইন্‌হুম্ ইল্লা-ইয়াখ্‌রুছূন্। ২১। আম্ আ-তাইনা-হুম্
আমরা তার উপাসনা করতাম না; এ বিষয়ে তাদের কোন নিশ্চিত জ্ঞান নেই, অনুমানের উপরই বলে (২১) এর পূর্বে কি

كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ﴿٢٢﴾ بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا

কিতা-বাম্ মিন্ ক্বব্‌লিহী ফাহুম্ বিহী মুস্‌তাম্‌সিকূন্। ২২। বাল্ ক্ব- লূ ~ ইন্না-অজ্বাদ্‌না ~ আ-বা — য়ানা-
কোন কিতাব আমি তাদেরকে দিয়েছি, যা তারা ধারণ করে আছে? (২২) বরং বলে যে, আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষকে যে আদর্শের

عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

'আলা ~ উম্মাতিঁও অইন্না 'আলা ~ আ-ছা-রিহিম্ মুহ্‌তাদূন্। ২৩। অকাযা-লিকা মা ~ আর্‌সাল্‌না- মিন্ ক্বব্‌লিকা
উপর পেয়েছি, তা-ই আমরা অনুসরণ করেছি। (২৩) আর এভাবে আমি আপনার পূর্বে যখনই কোন জনপদে কোন সতর্ককারী

فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا

ফী ক্বর্‌ইয়াতিম্ মিন্ নাযীরিন্ ইল্লা- ক্ব-লা মুত্‌রাফূ হা ~ ইন্না অজ্বাদ্‌না ~ আবা — য়ানা- 'আলা ~ উম্মাতিঁও অইন্না
প্রেরণ করেছি, সেখানকার সম্পদশালী লোকরা বলত, আমরা তো আমাদের পিতৃপুরুষকে যে আদর্শের উপর পেয়েছি

عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴿٢٤﴾ قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ؕ

আলা ~ আ-ছা-রিহিম্ মুক্ব্‌তাদূন্। ২৪। ক্ব-লা আওয়ালাও জ্বি''তুকুম্ বিআহ্‌দা- মিম্মা-অজ্বাদ্‌তুম্ 'আলাইহি আ-বা — য়া কুম্;
তাই আমরা মানছি। (২৪) বলত, তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে যে পথের উপর পেয়েছ তদপেক্ষা উত্তম হেদায়েত আনলেও কি

قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٢٥﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

ক্ব-লূ ~ ইন্না- বিমা ~ উর্‌সিল্‌তুম্ বিহী কা-ফিরূন্। ২৫। ফান্‌তাক্বম্‌না-মিন্‌হুম্ ফান্‌জুর্ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্
তোমরা তাদের অনুসরণ করবে? বলত, তোমার আনা বিষয় প্রত্যাখ্যান করি। (২৫) তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম,

আয়াত-২৫ ঃ এসব আয়াত হতে বুঝা গেল যে, বাতিল ও অসত্যে বড়দের পশ্চাদানুসরণ করা পূর্বকাল হতে প্রচলিত পথভ্রষ্টতাস্বরূপ। এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যাতে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের পক্ষ হতে কোন প্রমাণ না থাকে, তাতে পূর্বপুরুষদের অথবা কোন বুযুর্গের অনুসরণ করা সম্পূর্ণ বাতিল। (ফতঃবয়াঃ) আলোচ্য আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বপুরুষদেরই অনুসরণ করতে চাইলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর অনুসরণ কর না কেন? যদি তোমাদের সম্ভ্রান্ততম পূর্বপুরুষ এবং যাঁর সাথে সম্পর্ক রাখাকে তোমরা গর্বের বিষয় মনে কর? তিনি পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ না করে সুস্পষ্ট প্রমাণাদির অনুসরণ করে সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে বলেন, তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (মাঃ কোঃ)

الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ع ২ ১০ ৮ রুকু

মুকায্‌যিবীন্। ২৬। অ ইয্ ক্বা-লা ইব্রা-হীমু লিআবীহি অক্বওমিহী ~ ইন্নানী বারা — য়ুম্ মিম্মা- তা'বুদূন্।

দেখুন, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কেমন? (২৬) ইব্রাহীম তার পিতা ও কওমকে বলল, আমি তোমাদের পূজা হতে মুক্ত,

﴿٢٧﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٨﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ

২৭। ইল্লাল্লাযী ফাত্বোয়ারনী ফাইন্নাহূ সাইয়াহ্‌দীন্। ২৮। অজ্বা'আলাহা-কালিমাতাম্ বা-ক্বিয়াতান্ ফী 'আক্বিবিহী লা'আল্লাহুম্

(২৭) শুধু আমার স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক, তিনিই আমাকে সঠিক পথের দিশা দেবেন। (২৮) এ কথাকে সে পরবর্তীদের জন্য স্থায়ী করল, যেন

يَرْجِعُونَ ﴿٢٩﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتّٰى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ

ইয়ারজ্বি'ঊন্। ২৯। বাল্ মাত্তা'তু হা ~ য়ুলা — য়ি অআ-বা — য়াহুম্ হাত্তা- জ্বা — য়াহুমুল্ হাক্ব্‌ক্বু অরসূলুম্ মুবীন্।

তারা ফেরে। (২৯) বরং তাদেরকে ও পূর্বপুরুষকে ভোগের উপকরণ দিলাম, ফলে তাদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট দূত আসল।

﴿٣٠﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كٰفِرُونَ ﴿٣١﴾ وَقَالُوا لَوْلَا

৩০। অলাম্মা- জ্বা — য়াহুমুল্ হাক্ব্‌ক্বু ক্বা-লূ হা-যা- সিহ্‌রুঁও অইন্না- বিহী কা-ফিরূন্। ৩১। অক্বা-লূ লাওলা-

(৩০) আর যখন তাদের নিকট সত্য আসল, তখন তারা বলল, এটা যাদু, আমরা প্রত্যাখ্যানকারী।(৩১) তারা আরও বলল,

نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣٢﴾ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ

নুয্‌যিলা হা-যাল্ কুর্‌আ-নু 'আলা-রাজুলিম্ মিনাল্ ক্বুরইয়াতাইনি 'আজীম্। ৩২। আহুম্ ইয়াক্বসিমূনা রহ্‌মাতা

এ কোরআন কেন নাযিল করা হয়নি দু জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর? (৩২) (আল্লাহ বলেন) তারা কি তোমাদের রবের দয়া

رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

রব্বিক; নাহ্‌নু ক্বসাম্‌না-বাইনাহুম্ মা'ঈশাতাহুম্ ফিল্ হা-ইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-অরাফা'না-বা'দ্বোয়াহুম্ ফাওক্ব

ভাগ করতে চায়? আমিই তাদের জীবিকা পার্থিব জীবনে বণ্টন করি। তাদের একজনকে অন্য জনের ওপর মর্যাদা প্রদান করেছি,

بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

বা'দ্বিন্ দারজ্বা-তিল্ লিইয়াত্তাখিযা বা'দ্বুহুম্ বা'দ্বোয়ান্ সুখ্‌রিয়্যা-; অরহ্‌মাতু রব্বিকা খইরুম্ মিম্মা-

যেন একজনকে দিয়ে অন্যজন কাজ করিয়ে নিতে পারে। আর তাদের জমানো সেসব বিষয় হতে আপনার রবের দয়া

يَجْمَعُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ

ইয়াজ্বমাঊ'ন্। ৩৩। অলাওলা ~ আই ইয়াকূনান্ না-সু উম্মাতাঁও ওয়া-হিদাতাল্ লাজ্বা'আল্‌না-লিমাই ইয়াক্‌ফুরু

অনেক গুণে শ্রেয়। (৩৩) আর মানুষ যদি একদলভুক্ত না হত, তবে যারা রহমানকে অস্বীকার করে তাদের গৃহ ছাদগুলো ও

بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٤﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ

বির্‌রহ্‌মা-নি লিবুইয়ূ তিহিম্ সুকুফাম্ মিন্ ফিদ্বোয়াতিঁও অমা'আ রিজ্বা 'আলাইহা-ইয়াজ্‌হারূন্। ৩৪। অলিবুইয়ূতিহিম্

তাদের উঠা নামার সিঁড়িগুলো রৌপ্যের করতাম, যার উপর তারা আরোহণ করত; (৩৪) আর তাদের গৃহের দরজা ও

أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ

আব্‌ওয়া-বাঁও অসুরুরন্ 'আলাইহা-ইয়াত্তাকিয়ূন্। ৩৫। অযুখ্‌রুফা-; যা-লিকা লাম্মা-মাতা-উ'ল্ হা-ইয়া-তিদ

হেলানের পালঙ্কগুলোও, রৌপ্য নির্মিত করতাম (৩৫) স্বর্ণ দিয়েও করে দিতাম; এটা তো পার্থিব ভোগ্য। আর আপনার

الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ

দুন্‌ইয়া-;অল্ আ-খিরাতু ই'ন্‌দা রব্বিকলিল্‌মুত্তাক্বীন্। ৩৬। অমাইঁ ইয়াশু'আন্ যিক্‌রির্ রহ্‌মা-নি

রবের কাছে যারা মুত্তাকী তাদের জন্য পরকাল রয়েছে। (৩৬) আর যে দয়াময়ের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, তার জন্য

نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ

নুক্বয়্যিদ্ব লাহূ শাইত্বোয়া-নান্ ফাহুওয়া লাহূ ক্বরীন্। ৩৭। অ ইন্নাহুম্ লাইয়াছ্দ্দূনা হুম্ 'আনিস্ সাবীলি অইয়াহ্‌সাবূনা

এক শয়তানকে সহচর বানিয়ে দেই যে সর্বদা তার সঙ্গে থাকে। (৩৭) তারাই মানুষকে পথচ্যুত করে, অথচ তাদের

أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ

আন্নাহুম্ মুহ্‌তাদূন্। ৩৮। হাত্তা ~ ইযা-জ্বা — য়ানা ক্বা-লা ইয়া-লাইতা বাইনী অবাইনাকা বু'দাল্ মাশ্‌রিক্বাইনি

ধারণা যে, তারা সৎ পথেই আছে। (৩৮) ফলে আমার কাছে এসে সে বলবে, (হে শয়তান) যদি আমার ও তোমার মাঝে

فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿٣٨﴾ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ

ফাবি''সাল্ ক্বরীন্। ৩৯। অলাইঁ ইয়ান্‌ফা'আকুমুল্ ইয়াওমা ইয্ জোয়ালাম্‌তুম্ আন্নাকুম্ ফিল্ 'আযা-বি

পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান হত! কতই না নিকৃষ্ট সাথী সে। (৩৯) আর আজ জুলুমের কারণে তা তাদের কাজে আসবে না,

مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾

মুশ্‌তারিকূন্। ৪০। আফাআন্‌তা তুস্‌মি'উছ্ ছুম্মা আও তাহ্‌দিল্ উ'ম্‌ইয়া অমান্ কা-না ফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্।

তোমরা সবাই আযাবের অংশীদার। (৪০) আপনি কি শুনাবেন বধিরকে, না অন্ধকে পথ দেখাবেন, আর যে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে?

فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿٤١﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا

৪১। ফাইম্মা- নায্‌হাবান্না বিকা ফাইন্না-মিন্‌হুম্ মুন্‌তাক্বিমূন্। ৪২। আও নুরিইয়ান্নাকা ল্লাযী অ'আদ্‌না-হুম্ ফাইন্না

(৪১) আপনাকে মৃত্যু দিলেও আমি তাদেরকে শাস্তি দেব। (৪২) তাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি আপনাকে দেখালে, তাদের

عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ

'আলাইহিম্ মুক্বতাদিরূন্। ৪৩। ফাস্‌তাম্‌সিক্ বিল্লাযী ~ উহিয়া ইলাইকা ইন্নাকা 'আলা-ছির-ত্বিম্

ওপর তো আমার ক্ষমতা আছে। (৪৩) অতএব আপনি প্রাপ্ত অহীর উপর অটল থাকুন , আপনি তো সরল সঠিক পথেই

আয়াত-৩৬ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউ'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, প্রত্যেকের সাথে একজন ফেরেশতা ও একজন শয়তান নিয়োজিত আছে। ফেরেশতা সর্বদা সৎ কর্মে এবং শয়তান সর্বদা অসৎ কর্মে পরামর্শ দেয়। (ইবঃ কাঃ) আয়াত-৪০ ঃ অর্থাৎ সৎপথে আনা আপনার ইখতিয়ারভূক্ত নয়। আপনার কাজ হল সৎপথ দেখানো এবং আল্লাহ এক বাণী পৌঁছায়ে দেওয়া। (ইবঃ কাঃ) আয়াত-৪২ঃ অর্থাৎ আমি উভয় কথার উপর ক্ষমতাবান। আপনার মৃত্যুর পর অথবা আপনার সম্মুখে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করব। (ইবঃ কাঃ) আয়াত-৪৪ঃ অর্থাৎ এ কোরআন আপনার জন্য এবং আপনার কওমের জন্য সম্মানের বস্তু এজন্য যে, কোরআন তাদের ভাষায় নাযিলকৃত। অতএব, তাদের কোরআনের উপর অধিক প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। (জাঃ বয়াঃ) অথাৎ তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা পবিত্র কোরআনের কি হক আদায় করলে? (ইবঃ কাঃ)

مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٤﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٥﴾ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا

মুস্‌তাক্বীম্। ৪৪। অ ইন্নাহূ লাযিক্‌রুল্ লাকা অলিক্বওমিকা অসাওফা তুস্‌য়ালূন্। ৪৫। অসয়াল্ মান্ আর্‌সাল্‌না

আছেন। (৪৪) আর তা আপনার ও আপনার কাওমের জন্য উপদেশ, তোমরা সবাই জিজ্ঞাসিত হবে। (৪৫) পূর্বে যে রাসূলদের

৪ ১০ ১০ রুকু

مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَقَدْ

মিন্ ক্বব্‌লিকা মির্ রুসূলিনা ~ আজ্বা'আল্‌না-মিন্ দূনির্ রহ্‌মা-নি আ-লিহাতাঁই ইয়ু'বাদূন্। ৪৬। অলাক্বদ্

পাঠিয়েছি,তাদের জিজ্ঞাসা করুন, আমি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে উপাস্য স্থির করেছি, যার ইবাদত করা যায়? (৪৬) মূসাকে

أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ

আর্‌সাল্‌না- মূসা-বিআ-ইয়া-তিনা ~ ইলা-ফির্'আউনা অমালায়িহী ফাক্ব-লা ইন্নী রাসূলু রব্বিল্ 'আ-লামীন্।

নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার পরিষদের নিকট প্রেরণ করেছি, (মূসা তাদেরকে) বলল, আমি তোমাদের নিকট বিশ্বপ্রভুর পক্ষ থেকে প্রেরিত।

﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٨﴾ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ

৪৭। ফালাম্মা- জ্বা — য়াহুম্ বি আ-ইয়া-তিনা ~ ইযা-হুম্ মিন্‌হা-ইয়াদ্বহাকূন্। ৪৮। অমা-নুরীহিম্ মিন্ আ-ইয়াতিন্

(৪৭) সে আমার নিদর্শন নিয়ে আসার সাথে সাথে তারা ঠাট্টা করতে লাগল। (৪৮) তাদেরকে যে মু'জিযা

إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٩﴾ وَقَالُوا

ইল্লা-হিয়া আক্‌বারু মিন্ উখ্‌তিহা-অআখায্‌না-হুম্ বিল্ 'আযা-বি লা'আল্লাহুম্ ইয়ার্‌জ্বি'উন্। ৪৯। অক্বা-লূ

দেখালাম তা অন্যটির তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিল, আমি তাদেরকে নিপতিত করলাম , যেন ফিরে আসে। (৪৯) তারা বলল,

يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ۖ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا

ইয়া ~ আইয়ুহাস্ সা-হিরুদ্'উ লানা- রব্বাকা বিমা-'আহিদা 'ইন্‌দাকা ইন্নানা-লামুহ্‌তাদূন্। ৫০। ফালাম্মা-কাশাফ্‌না-

হে যাদুকর! রবকে তোমার সঙ্গে কৃত ওয়াদা সম্পর্কে বল; তাহলে আমরা অবশ্যই সৎ পথে আসব। (৫০) তারপর আমি

عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿٥١﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ

'আন্ হুমুল্ 'আযা-বা ইযা-হুম্ ইয়ান্‌কুছূন্। ৫১। অনা-দা- ফির্'আউনু ফী কওমিহী ক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি

তাদের উপর থেকে আযাব দূর করলাম, তখনই তারা ওয়াদা ভঙ্গ করল। (৫১) আর ফেরাউন তার জাতিকে বলল, হে

أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۖ

আলাইসা লী মুল্‌কু মিছ্‌র-অহা-যিহিল্ আন্‌হা-রু তাজ্বরী মিন্ তাহ্‌তী আফালা-তুব্‌ছিরূন্।

আমার সম্প্রদায়! মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এ নদীগুলো আমার পাশ দিয়ে প্রবাহিত, তোমরা কি দেখছ না?

﴿٥٢﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۖ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٣﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ

৫২। আম্ আনা খইরুম্ মিন্‌হা-যাল্লাযী হুওয়া মাহী নুঁও অলা- ইয়াকা-দু ইয়ুবীন্। ৫৩। ফালাওলা ~ উল্‌ক্বিয়া

(৫২) এ নিকৃষ্ট ব্যক্তি হতে আমি কি উত্তম নই? সে তো স্পষ্টভাবে কথা পর্যন্ত বলতে পারে না,(৫৩) অনন্তর তাকে স্বর্ণ বলয়

عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَخَفَّ

'আলাইহি আস্‌ওয়িরাতুম্ মিন্ যাহাবিন্ আও জ্বা — য়া মা'আহুল্ মালা — য়িকাতু মুক্‌তারিনীন্। ৫৪। ফাস্‌তাখাফ্‌ফা

প্রদান করা হল না কেন, আর কেনই বা ফেরেশ্‌তারা বন্ধুরূপে তার সাথে আগমন করল না?(৫৪) অতঃপর এ ভাবে সে

قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ

ক্বওমাহূ ফাআত্বোয়া-উ'হ্; ইন্নাহুম্ কা-নূ ক্বওমান্ ফা-সিক্বীন্। ৫৫। ফালাম্মা ~ আ-সাফূনান্ তাক্বম্‌না-মিন্‌হুম্

তার কাওমকে স্তব্ধ করলে তারা মেনে নিল, তারা তো ফাসেক কওম। (৫৫) অনন্তর আমাকে নাখোশ করায় প্রতিশোধ

৫ ع ১১ রুকূ

فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ

ফাআগ্‌রক্বু না-হুম্ আজ্‌মা'ঈন্। ৫৬। ফাজ্বা'আল্‌না-হুম্ সালাফাঁও অমাছালাল্ লিল্‌আ-খিরীন্। ৫৭। অলাম্মা-দ্বুরিবাব্‌নু

নিলাম, সবাইকে ডুবালাম। (৫৬) পরবর্তীদের জন্য ইতিহাস ও উপমা রাখলাম। (৫৭) আর যখন মরিয়ম-তনয়ের

مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ

মারইয়ামা-মাছালান ইযা- ক্বওমুকা মিন্‌হু ইয়াছিদ্দূন্। ৫৮। অ ক্বা-লূ ~ আ আ-লিহাতুনা-খইরুন্ আম্ হুঅ;মা-দ্বোয়ারাবূহু

দৃষ্টান্ত প্রদান করলাম,তখন আপনার কাওম হৈ চৈ শুরু করে, (৫৮) আর বলে, আমাদের দেবতা ভাল, না সে? তারা

لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ

লাকা ইল্লা-জ্বাদালা বাল্ হুম্ ক্বাওমুন্ খাছিমূন্। ৫৯। ইন্‌হুওয়া ইল্লা-'আব্‌দুন্ আন্'আম্‌না- 'আলাইহি অ জ্বা'আল্‌না-হু

আপনাকে ঝগড়ার জন্যই বলে; তারা ঝগড়া প্রিয় কাওম। (৫৯) সে এক বান্দাহ, তাকে দয়া করেছি আর বনী ইস্রাঈলের

مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۞

মাছালাল্ লিবানী ~ ইসরা — ঈল্। ৬০। অলাও নাশা — য়ু লাজ্বা'আল্‌না- মিন্‌কুম্ মালা — য়িকাতান্ ফিল্ আর্‌দ্বি ইয়াখ্‌লুফূন্।

জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি।(৬০) আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের থেকে ফেরেশ্‌তা বানাতাম, যারা পৃথিবীতে খলীফা হত।

﴿٦١﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞

৬১। অ ইন্নাহূ লাই'লমুল্ লিস্‌সা-'আতি ফালা-তাম্‌তারুন্না বিহা-অত্তাবি'উন্; হা-যা- ছির-তুম্ মুস্‌তাক্বীম্।

(৬১) আর নিশ্চয়ই এটা কেয়ামতের আলামত। তাতে সন্দিহান না হয়ে আমার আনুগত্য কর, এটা সহজ পথ।

﴿٦٢﴾ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٣﴾ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ

৬২। অলা-ইয়াছুদ্দান্না কুমুশ্ শাইত্বোয়া-নু ইন্নাহূ লাকুম্ 'আদুওউম্ মুবীন। ৬৩। অলাম্মা-জ্বা — য়া 'ঈসা-বিল্ বাইয়্যিনা-তি

(৬২) শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই বাধা না দেয়, সে তো তোমাদের স্পষ্ট শত্রু। (৬৩) যখন ঈসা নিদর্শনসহ এসে বলল,

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৫৮ঃ মসনদে ইমাম আহমদ, তিবরানী ইত্যাদি বিশুদ্ধ হাদীসে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনায় এ আয়াতের শানেনুযূলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হল, একদা মহানবী (ছঃ) বললেন, মুশরিক ও তাদের উপাস্যরা কিয়ামত দিবসে নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে। এদতশ্রবণে ইবনে যিবায়'রা নামক মুশরিক বলল, খৃষ্টানরা ঈসার পূজা করে। আমাদের উপাস্যদের যেই অবস্থা হবে, ঈসারও সে অবস্থা হবে। ইবনে যিবায়'রার এ উত্তরটা মুশরিক মহলে খুবই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত মনে হল। এ কারণে আল্লাহ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করে বলেন, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্ এর অনুগ্রহকৃত বান্দাহদের অন্তর্গত। ঈসা (আঃ) তাঁর উপাসকদের উপাসনায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। অতএব, মুশরিকদের এ উপমা ভুল। (ইবঃ, কা, তাফঃ খাযেন ও ফতঃ বারী)

قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا

ক্বা-লা ক্বদ্‌ জি'তুকুম্‌ বিল্‌ হিক্‌মাতি অলিউবায়্যিনা লাকুম্‌ বা'দ্বোয়াল্লাযী তাখ্‌তালিফূনা ফীহি ফাত্তাক্বু ল
আমি তোমাদর জন্য প্রজ্ঞা নিয়ে আসলাম, এসেছি তোমাদের মতানৈক্য বিষয় বর্ণনা করার জন্য। আল্লাহকে ভয় কর,

اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٦٤﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

লা-হা অআত্বী'উন্‌। ৬৪। ইন্নাল্লা-হা হুওয়া রব্বী অরব্বুকুম্‌ ফা'বুদূহ্‌; হা-যা-ছির-ত্বুম্‌ মুস্‌তাক্বীম্‌।
আমাকে মান। (৬৪) নিশ্চয়ই আল্লাহই আমারও রব এবং তোমাদেরও রব, সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর, এটাই সোজা পথ।

﴿٦٥﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ

৬৫। ফাখ্‌তালাফাল্‌ আহ্‌যা-বু মিম্‌ বাইনিহিম্‌ ফাওয়াইলুল্‌ লিল্লাযীনা জোয়ালামূ মিন্‌ 'আযা-বি ইয়াওমিন্‌ আলীম্‌।
(৬৫) অনন্তর তাদের কিছু দল এ ব্যাপার মতানৈক্য করল; অতএব পীড়াদায়ক দিনের শাস্তির দুর্ভোগ জালিমদের জন্য।

﴿٦٦﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٧﴾ الْأَخِلَّاءُ

৬৬। হাল্‌ ইয়ানজুরূনা ইল্লাস্‌ সা-'আতা আন্‌ তা'’তিয়াহুম্‌ বাগ্‌তাতাঁও অহুম্‌ লা-ইয়াশ্‌'উরূন্‌। ৬৭। আল্‌ আখিল্লা — য়ু
(৬৬) তারা অজানা আকস্মিক কেয়ামতের অপেক্ষায় আছে। (৬৭) আর যারা মুত্তাকী তারা ছাড়া সেদিন সকল বন্ধুরা ৬ ع ১১ ১২ রুকু

يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٨﴾ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ

ইয়াওমায়িযিম্‌ বা'দ্বুহুম্‌ লিবা'দ্বিন্‌ 'আদুওউন্‌ ইল্লাল্‌ মুত্তাক্বীন্‌। ৬৮। ইয়া-'ইবা-দি লা-খওফুন্‌ 'আলাইকুমুল্‌
পরস্পর পরস্পরের শত্রুতে রূপান্তরিত হবে। (৬৮) হে আমার বান্দাহরা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই, আর তোমরা

الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ

ইয়াওমা অলা ~ আন্‌তুম্‌ তাহ্‌যানূন্‌। ৬৯। আল্লাযীনা- আ-মানূ বিআ-ইয়া-তিনা অ কা-নূ মুস্‌লিমীন্‌।
আজ দুঃখিতও হবে না, (৬৯) যারা আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল আর আত্মসমর্পণকারী ছিল।

﴿٧٠﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧١﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ

৭০। উদ্‌খুলুল্‌ জান্নাতা আন্‌তুম্‌ অআয্‌ওয়া জু্‌কুম্‌ তুহ্‌বারূন্‌। ৭১। ইয়ুত্বোয়া-ফু 'আলাইহিম্‌ বিছিহা-ফিম্‌
(৭০) তোমরা আনন্দে তোমাদের স্ত্রীদের নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। (৭১) তাদের নিকট সেখানে স্বর্ণের খাওয়ার পাত্র ও

مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ

মিন্‌ যাহাবিঁও অআক্‌ওয়া-বিন্‌ অফীহা-মা-তাশ্‌তাহীহিল্‌ আন্‌ফুসু অতালায্‌যুল্‌ আ'ইয়ুনু অআন্‌তুম্‌
পান পেয়ালা পরিবেশন করা হবে, সেখানে রয়েছে মন মাতানো ও চোখজুড়ানো সবকিছু। সেখানে তোমরা অনন্তকাল

আয়াত-৬৯ ঃ দোযখের দায়িত্ববান ফেরেশতার উত্তর বর্ণনার পর এখন দোষীদের সত্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের কথা উল্লেখ পূর্বক বলেন যে, সত্য ধর্ম গ্রহণ তো দূরের কথা; বরং তারা তা প্রতিরোধকল্পে শত শত তদবীর করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের বিপরীত কিছু করতে পারবে কি? কখনও না। তাদের ধারণা, আল্লাহ তাদের এসব অপচেষ্টা পরিজ্ঞাত নন। আল্লাহ বলেন, অথচ আমার নিয়োজিত ফেরেশতারা তাদের নিকট থেকে তাদের কথাগুলো লিপিবদ্ধ করছে। (তাফঃ হক্কানী) আয়াত-৭০ঃ প্রত্যেক মানুষের সাথে রক্ষণা-বেক্ষণকারী ফেরেশতারা ব্যতীত আরও দুজন ফেরেশতা নেক-বদ আ'মল লিখার জন্য নিয়োজিত আছে। মহানবী (ছঃ) বলেছিলেন, মানব মনের সন্দেহ ও ধারণা ব্যতীত মুখ হতে যে কথা বের হয় বা হাত-পা দ্বারা যা করা হয় তা লিখা হয়। (ইবঃ কাঃ)

فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٧٢﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٣﴾ لَكُمْ فِيهَا

ফীহা-খ-লিদূন্। ৭২। অতিল্‌কাল্ জ্বান্নাতুল্লাতী ~ উরিছ্‌তুমূহা-বিমা-কুন্‌তুম্ তা'মালূন্।৭৩। লাকুম্ ফীহা-

বসবাস করতে থাকবে। (৭২) (আর বলা হবে) এটা সেই জান্নাত যা তোমাদের নেক আমলের বিনিময়ে পেলে। (৭৩) তোমাদের

فَٰكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُونَ ۝

ফা-কিহাতুন্ কাছীরতুম্ মিন্‌হা-তা''কুলূন্।৭৪। ইন্নাল্ মুজ্‌রিমীনা ফী 'আযা-বি জ্বাহান্নামা খ-লিদূন্।

জন্য রয়েছে খাওয়ার জন্য প্রচুর ফলমূল। (৭৪) নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবের মধ্যে চিরকাল অবস্থান করতে থাকবে।

﴿٧٥﴾ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٦﴾ وَمَا ظَلَمْنَٰهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا۟ هُمُ الظَّٰلِمِينَ

৭৫। লা-ইয়ুফাত্তারু 'আন্‌হুম্ অহুম্ ফীহি মুব্‌লিসূন্। ৭৬। অমা-জোয়ালাম্‌না-হুম্ অলা-কিন্ কা-নূ হুমুজ্ জোয়া-লিমীন্।

(৭৫) তা লাঘব হবে না, তারা সেখানে হতাশায় ডুবে।(৭৬) আর আমি জুলুম করিনি, যারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে

﴿٧٧﴾ وَنَادَوْا۟ يَٰمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّٰكِثُونَ ﴿٧٨﴾ لَقَدْ جِئْنَٰكُم

৭৭। অনা-দাও ইয়া-মা-লিকু লিইয়াক্বি দ্বি 'আলাইনা-রব্বুক্; ক্বি-লা ইন্নাকুম্ মা-কিছূন্। ৭৮। লাক্বদ্ জ্বি'না-কুম্

(৭৭) ডাকবে, হে মালিক! রব আমাদেরকে শেষ করে দিক; তারা বলবে, তোমরা এ অবস্থায় থাকবে।(৭৮) তোমাদেরকে সত্য

بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ ﴿٧٩﴾ أَمْ أَبْرَمُوٓا۟ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۝

বিল্‌হাক্বি ক্বি অলা-কিন্না-আক্‌ছারকুম্ লিল্‌হাক্বিক্বি কা-রিহূ ন্। ৭৯। আম্ আব্‌রমূ ~ আম্‌রান্ ফাইন্না-মুব্‌রিমূন্।

প্রদান করলাম, তোমাদের মধ্যে অনেকেই তার অনুসরণ করত না।(৭৯) তারা কি কিছু স্থির করে রেখেছে? এবং আমিই স্থিরকারী।

﴿٨٠﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ

৮০। আম্ ইয়াহ্‌সাবূনা আন্না-লা-নাস্‌মাউ' সির্‌রাহুম্ অনাজ্‌ওয়া-হুম্; বালা-অরুসূলুনা- লাদাইহিম্ ইয়াকতুবূন্।

(৮০) তারা কি ভাবে, যে, তাদের গুপ্ত কথা ও পরামর্শসমূহ শুনি না? নিশ্চয় শুনি। ফেরেশ্‌তারা তো সব কিছু লিখেই।

﴿٨١﴾ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ ۖ فَأَنَا۠ أَوَّلُ الْعَٰبِدِينَ ﴿٨٢﴾ سُبْحَٰنَ رَبِّ

৮১। ক্বুল্ ইন্ কা-না লির্‌রহ্‌মা-নি অলাদুন্ ফাআনা আওয়্যালুল্ 'আ-বিদীন্। ৮২। সুব্‌হা-না রব্বিস্

(৮১) আপনি তাদের বলে দিন, দয়াময়ের যদি সন্তান থাকত, তবে আমিই প্রথম তার দাস হতাম, (৮২) তাদের বক্তব্য হতে

السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٣﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا۟ وَيَلْعَبُوا۟

সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বি রব্বিল্ 'আরশি 'আম্মা- ইয়াছিফূন্। ৮৩। ফাযার্‌হুম্ ইয়াখূদ্‌ অ ইয়াল্'আবূ

আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর এবং আরশের প্রতিপালক (আল্লাহ) পবিত্র।(৮৩) অতঃপর আপনি তাদেরকে সেদিন আসার পূর্ব পর্যন্ত

حَتَّىٰ يُلَٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٤﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَٰهٌ

হাত্তা- ইয়ুলা-ক্বূ ইয়াওমা হুমুল্ লাযী ইয়ূ'আদূন্। ৮৪। অহুওয়াল্ লাযী ফিস্ সামা — য়ি ইলা-হুঁও

তর্ক ও খেলায় মত্ত হতে দিন যেদিনের ওয়াদা দেয়া হল। (৮৪) তিনি সেই সত্ত্বা যিনি আসমানেও ইবাদতের যোগ্য এবং যমীনেও

وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٥﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

অফীল্ আর্দ্বি ইলা-হ্; অহুওয়াল্ হাকীমুল্ 'আলীম্। ৮৫। অ তাবা-রাকাল্লাযী লাহূ মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি

ইবাদতের যোগ্য, তিনিই বিজ্ঞ, বড় জ্ঞানী। (৮৫) আর আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার সব কিছুর সৃষ্টির

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَمْلِكُ

অল্ আর্দ্বি অমা-বাইনা হুমা-অই'ন্দাহূ ই'ল্মুস্ সা-'আতি অ ইলাইহি তুর্জা'ঊন্। ৮৬। অলা-ইয়াম্লিকুল্

উপর তাঁর রাজত্ব ও প্রভুত্ব রয়েছে, আর পরকালের জ্ঞানও তিনিই রাখেন, আর তাঁর সমীপেই তোমরা সকলে প্রত্যাবর্তন করবে (৮৬) আর

الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ★

লাযীনা ইয়াদ্উ'না মিন্ দূনিহিশ্ শাফা- 'আতা ইল্লা-মান্ শাহিদা বিল্ হাক্ব্ ক্বি অহুম্ ইয়া'লামূন্।

আল্লাহ ছাড়া তারা যাদের উপসনা করে তাদের সেই উপাস্যদের সুপারিশ করার কোন ক্ষমতা নেই; তবে যারা সত্যকে জেনে সাক্ষ্য দেয়।

﴿٨٧﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٨٨﴾ وَقِيلِهِ

৮৭। অলায়িন্ সায়াল্তাহুম্ মান্ খলাক্বহুম্ লাইয়াক্বূলু ন্নাল্লা-হু ফাআন্না-ইয়ু''ফাকূন্। ৮৮। অ ক্বীলিহী

(৮৭) আর আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ, তারপরও তোমরা কোথায় যাচ্ছে? (৮৮) আর তার কথা,

يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٩﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ★

ইয়া-রব্বি ইন্না হা ~ যুলা — য়ি ক্বওমুল্লা-ইয়ু'মিনূন্। ৮৯। ফাছ্ফাহ্ 'আন্হুম্ অকুল্ সালা-ম্; ফাসাওফা ইয়া'লামূন্।

হে রব! এরা ওই জাতি যারা ঈমান গ্রহণ করবে না। (৮৯) আপনি চুপ থাকুন, বলুন, সালাম, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে আপনার রবের পক্ষ হতে অনুগ্রহের কারণে।

ওয়াকফে লাযেম ৭ | ع ২২ ১৩ রুকু

সূরা দুখা-ন মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫৯
রুকূ ঃ ৩

مَنْزِل-١٤ / মোন্তা-১৪

﴿١﴾ حم ﴿٢﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٣﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ★

১। হা-মী — ম্ ২। অল্কিতা-বিল্ মুবীন। ৩। ইন্না ~ আন্ যাল্না-হু ফী লাইলাতিম্ মুবা-রকাতিন্ ইন্না-কুন্না- মুন্যিরীন্।

(১) হা মীম, (২) আর সুস্পষ্ট গ্রন্থের কসম, (৩) নিশ্চয়ই আমি কল্যাণময় রাতে তা নাযিল করলাম, আমি তো সতর্ককারী।

﴿٤﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٥﴾ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٦﴾ رَحْمَةً

৪। ফীহা-ইয়ুফ্রকু কুল্লু আম্রিন্ হাকীম্। ৫। আম্রাম্ মিন্ ই'ন্দিনা-; ইন্না-কুন্না মুর্সিলীন্ ৬। রহ্মাতাম্

(৪) তাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থির হয়, (৫) আমার নির্দেশে, আমিই আপনাকে রাসূল হিসাবে পাঠাই, (৬) আপনার রবের পক্ষ হতে

আয়াত-৮৫ঃ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত মুশরিকরা যাদেরকে আহ্বান করে এবং তাদের জন্য সুপারিশ করবে বলে ধারণা করে, তাদের কেউই সুপারিশ করতে পারবে না। হ্যাঁ যারা একত্ববাদের স্বাক্ষ্য প্রদান করল তারা ব্যতীত। যেমন ফেরেশতারা এবং ঈসা (আঃ)। সুতরাং তারা আল্লাহর অনুমতিক্রমে সুপারিশের যোগ্য ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করতে পারবে। (ইবঃ কাঃ)

অতঃপর আল্লাহ বলেন, হে রাসূল! এ অবাধ্য লোকেরা চির পথভ্রষ্ট, তারা অনুসরণ করবে না। আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং তাদের থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, অচিরেই তারা অবগত হবে। অর্থাৎ অত্যাসন্ন মৃত্যুর পরই নেক বদ এর পরিণাম সম্মুখে আসবে। (তাফঃ হক্কানী)

مِن رَّبِّكَ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝٧ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

মির্ রব্বিক্; ইন্নাহূ হুওয়াস্ সামী উ'ল্ 'আলীম্। ৭। রব্বিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি অমা-বাইনাহুমা-।
অনুগ্রহের কারণে, নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শ্রবণ করেন, জানেন,(৭) তিনিই রব আসমান-যমীন ও উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে

إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۝٨ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ

ইন্ কুন্তুম্ মূক্বিনীন্। ৮। লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া ইয়ুহ্য়ী অইয়ুমীত্; রব্বুকুম্ অরব্বু আ-বা — য়িকুমুল্
তার সব কিছুর, যদি দৃঢ় বিশ্বাসী হও,(৮) তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তিনি বাঁচান, মারেন। তোমাদেরও রব আর তোমাদের

الْأَوَّلِينَ ۝٩ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۝١٠ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ

আওয়্যালীন্। ৯। বাল্ হুম্ ফী শাক্কিঁই ইয়াল্'আবূন্। ১০। ফার্তাক্বিব্ ইয়াওমা তা''তিস্ সামা — য় বিদুখা-নিম্
পূর্ববর্তীদেরও রব। (৯) বরং তারা সন্দেহের বসবর্তী হয়ে ঠাট্টায় মত্ত হত।(১০) অতঃপর যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধুম্রময় হবে, তার

مُّبِينٍ ۝١١ يَغْشَى النَّاسَ ۖ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝١٢ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا

মুবীন্। ১১। ইয়াগ্শান্না-স্; হা-যা-'আযা-বুন্ আলীম্। ১২। রব্বানা ক্শিফ্ 'আন্নাল্ 'আযা-বা ইন্না-
অপেক্ষায় থাকুন।(১১) যা মানুষকে আবৃত করে ফেলবে তাই যন্ত্রণাময় আযাব।(১২) হে আমাদের রব! আমাদেরকে আযাব মুক্ত কর,

مُؤْمِنُونَ ۝١٣ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۝١٤ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ

মু'মিনূন্। ১৩। আন্না-লাহুমুয্ যিক্র-অক্বদ্ জ্বা — য়াহুম্ রাসূলুম্ মুবীন্। ১৪। ছুম্মা তাওয়াল্লাও 'আনহু
নিশ্চয়ই ঈমান আনব।(১৩) কি ভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে? অথচ তাদের কাছে স্পষ্ট রাসূল তো আগমন করেছিল। (১৪) অতঃপর

وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ۝١٥ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ۝١٦ يَوْمَ

অক্-লূ মু'আল্লামুম্ মাজ্নূন্। ১৫। ইন্না-কা-শিফুল্ 'আযা-বি ক্বলীলান্ ইন্নাকুম্ আ' — য়িদূন্। ১৬। ইয়াওমা
তারা বিমুখ হয়ে বলে, শিখানো পাগল।(১৫) নিশ্চয়ই আমি কিছু কালের জন্য শাস্তি লাঘব করেছিলাম, যেন প্রত্যাবর্তন করে।(১৬) যেদিন

نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ۚ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ۝١٧ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ

নাব্তিশুল্ বাত্ব্শাতাল্ কুব্রা-ইন্না-মুন্তাক্বিমূন্। ১৭। অলাক্বদ্ ফাতান্না ক্ব্বলাহুম্ ক্বওমা ফির্'আ'উনা
আমি তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করব, শাস্তি দেবই। (১৭) পূর্বে ফেরাউনের কওমকে পরীক্ষা করলাম, তাদের কাছে

وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۝١٨ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝

অজ্বা — য়া হুম্ রাসূলুন্ কারীম্। ১৮। আন্ আদ্দূ ~ ইলাইয়্যা ই'বা দাল্লা-হ্;-ইন্নী লাকুম্ রাসূলূন্ আমীন্।
এসেছিল একজন সম্মানিত রাসূল।(১৮) আল্লাহর বান্দাহদেরকে আমার কাছে আন, আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত বিশ্বস্ত রাসূল।

আয়াত-১৫ঃ মক্কাবাসীদের অবাধ্যতা চরমে পৌছলে মহানবী (ছঃ) তাদের জন্য বদদোয়া করেন। ফলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং মক্কায় দুর্ভিক্ষের উৎপত্তি হল। এটি ছিল দুর্ভিক্ষের মূল কারণ। একটি বাহ্যিক কারণও ছিল। তা হল, ইয়ামামার সরদার সামামা মদীনাতে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন মক্কাবাসীরা তাকে নিন্দা করতে লাগল। এতে সামামা মক্কাবাসীদের রসদ বন্ধ করে দিল, ফলে মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মহানবী (ছঃ) এর বদদোয়ায় একবার মক্কায় ও একবার মদীনায় এ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। কিয়ামতের নিকটবর্তীতেও একবার ধোঁয়া দেখা দিবে, যার ফলে যারা নেককার তারা সর্দিতে আক্রান্ত হবে। আর বদকার বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবে। (বঃ কোঃ) আয়াত-১৬ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইবনে মাসউ'দ (রাঃ)-এর মতে এর দ্বারা বদর দিবস উদ্দেশ। আমার মতে কিয়ামত দিবস উদ্দেশ। (ইবঃ কাঃ)

١٩ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ٢٠ وَإِنِّي عُذْتُ

১৯। অ আল্ লা-তা'লূ 'আলা ল্লা-হি ইন্নী ~ আ-তীকুম্ বিসুল্ত্বোয়া-নিম্ মুবীন্। ২০। অ ইন্নী 'উয্তু
(১৯) আর তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে যেয়ো না, তোমাদেরকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করব। (২০) আর আমি স্মরণাপন্ন হব আমার

بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ٢١ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ٢٢ فَدَعَا

বিরব্বী অরব্বিকুম্ আন্ তার্জু মূন্। ২১। অ ইল্লাম্ তু''মিনূ লী ফা'তাযিলূন্। ২২। ফাদা'আ
ও তোমাদের রবের যদি তোমরা প্রস্তরাঘাত কর। (২১) আমাকে যদি তোমরা বিশ্বাস না কর, তবে দূরে থাক। (২২) অতঃপর

رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ٢٣ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ

রব্বাহূ ~ আন্না হা ~ য়ুলা — য়ি ক্বাওমুম্ মুজ্রিমূন্। ২৩। ফাআস্রি বিই'বা-দী লাইলান্ ইন্নাকুম্
সে তার রবকে বলল, এরা পাপী সম্প্রদায়। (২৩) অতঃপর তোমরা আমার বান্দাহসহ রাতে চলে যাও, তারা তোমাদের পিছে

مُتَّبَعُونَ ٢٤ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ٢٥ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ

মুত্তাবাউ'ন্; । ২৪। অত্রুকিল্ বাহ্র রহ্ওয়া-; ইন্নাহুম্ জু ন্দুম্ মুগ্রক্বূ ন্। ২৫। কাম্ তারাকূ মিন্ জান্না-তিঁও
আগমন করবে। (২৪) আর নদীকে স্থির রাখ, নিশ্চয়ই তারা নিমজ্জিত হবে। (২৫) তারা কত বাগান ও ঝর্ণাসমূহ ছেড়ে

وَعُيُونٍ ٢٦ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٢٧ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ٢٨ كَذَٰلِكَ قف

অ উ'ইয়ূন্। ২৬। অযুরূই'ওঁ অমাক্বা- মিন্ কারীম্। ২৭। অ না'মাতিন্ কা-নূ ফীহা- ফা-কিহীন্। ২৮। কা-যা-লিকা
গিয়েছে, (২৬) আর কত শস্য ক্ষেত্র ও সুন্দর বাড়িসমূহ, (২৭) আর কত আনন্দময়ী বিলাস উপকরণসমূহ, (২৮) এভাবেই,

وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ٢٩ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا

অআওরাছ্না-হা ক্বাওমান্ আ-খরীন্। ২৯। ফামা- বাকাত্ 'আলাইহিমুস্ সামা — য়ু অল্আরদ্বু অমা-কা-নূ
আমি অন্য সম্প্রদায়কে এ সবের মালিক বানালাম। (২৯) অতঃপর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী তাদের জন্য ক্রন্দন করে নি, আর ع ১ ২৯

مُنْظَرِينَ ٣٠ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ٣١ مِنْ فِرْعَوْنَ ط ১৪ রুকু

মুন্জোয়ারীন্। ৩০। অলাক্বদ্ নাজ্জাইনা- বানী ~ ইস্র — ঈলা মিনাল্ 'আযা-বিল্ মুহীন্। ৩১। মিন্ ফির্'আউন্;
তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয় নি। (৩০) বনী ইস্রাইলকে অপমান না করে আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছি, (৩১) ফেরাউন থেকে;

إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ٣٢ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ٣٣ وَ

ইন্নাহূ কা-না 'আলিয়াম্ মিনাল্ মুস্রিফীন্। ৩২। অলাক্বদিখ্ তারনা-হুম্ 'অলা-ই'ল্মিন্ 'আলাল্ আ-লামীন্। ৩৩। অ
অবশ্যই সে সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৩২) আর আমি তাদেরকে জেনেই বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি। (৩৩) আর

آتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ ٣٤ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ٣٥ إِنْ هِيَ

আ-তাইনা-হুম্ মিনাল্ আ-ইয়া-তি মা-ফীহি বালা — য়ুম্ মুবীন্। ৩৪। ইন্না হা ~ য়ুলা — য়ি লাইয়াক্বু লূন্। ৩৫। ইন্ হিয়া-
আমি তাদেরকে স্পষ্ট পরীক্ষারূপে নিদর্শন প্রদান করেছি, (৩৪) নিশ্চয়ই তারা বলে, (৩৫) দুনিয়ার মৃত্যুই আমাদের

إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٦﴾ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

ইল্লা মাওতাতুনাল্ ঊলা- অমা- নাহ্নু বিমুন্শারীন্। ৩৬। ফা'তূ বিআ-বা — য়িনা ~ ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্।
শেষ, আমরা পুনরুত্থিত হব না। (৩৬) অতএব আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে হাযির করে দেখাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

﴿٣٧﴾ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا

৩৭। আহুম্ খইরুন্ আম্ ক্বওমু তুব্বাই'ওঁ অল্লাযীনা মিন্ ক্বব্লিহিম্; আহ্লাক্না-হুম্ ইন্নাহুম্ কা-নূ
(৩৭) তারা শ্রেষ্ঠ, না কি তুব্বা সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ। (২) এবং তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলেছি, তারা ছিল

مُجْرِمِينَ ﴿٣٨﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿٣٩﴾ مَا

মুজ্ রিমীন্। ৩৮। অমা-খলাক্ব্ নাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বোয়া অমা-বাইনাহুমা-লা'-ইবীন্। ৩৯। মা-
অপরাধী। (৩৮) আর আমি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (৩৯) আমি উভয়কে যথার্থই

خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ

খলাক্ব্না-হুমা য় ইল্লা-বিল্হাক্ব্ ক্বি অলা-কিন্না আক্ছারহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ৪০। ইন্না ইয়াওমাল্ ফাছ্লি মীক্ব-তুহুম্
সৃষ্টি করলাম, কিন্তু তাদের অনেকেই তা আদৌ উপলব্ধি করে না। (৪০) নিশ্চয়ই বিচার দিবস তাদের সকলের জন্য নির্ধারিত

أَجْمَعِينَ ﴿٤١﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٢﴾ إِلَّا مَن

আজ্ মা'ঈন্। ৪১। ইয়াওমা লা-ইয়ুগ্নী মাওলান্ 'আম্ মাওলান্ শাইয়াঁও অলা-হুম্ ইয়ুন্ছোয়ারূন্। ৪২। ইল্লা-মার্
আছে। (৪১) সেদিন এক বন্ধু অন্য বন্ধুর কোন কাজে আসবে না, তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (৪২) তবে আল্লাহ যদি

২ ع ১৩ ১৫ রুকু

رَّحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٣﴾ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٤﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ

রহিমা ল্লা-হ্; ইন্নাহূ হুওয়াল্ 'আযীযুর্ রহীম্। ৪৩। ইন্না শাজ্বারাতায্ যাক্ব্ কূ্ম্। ৪৪। ত্বোয়া'আ-মুল্ আছীম্।
(কারো প্রতি) দয়া করেন, নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, দয়ালু। (৪৩) নিশ্চয় যাক্কুম্ [1] গাছ হবে, (৪৪) পাপীদের আহার,

মো আনাক্বা-১৪

﴿٤٥﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٦﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٧﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ

৪৫। কাল্ মুহ্লি ইয়াগ্লী ফিল্ বুত্বূ্ন্। ৪৬। কাগল্য়িল্ হামীম্। ৪৭। খুযূহু ফা'তিলূহু ইলা-সাওয়া — য়িল্
(৪৫) গলিত তামার মত, তাদের পেটে ফুটতে থাকবে, (৪৬) উত্তপ্ত পানির ন্যায়, (৪৭) আদেশ হবে তাকে পাকড়াও কর, জাহান্নামে

الْجَحِيمِ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٩﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ

জ্বাহীম্। ৪৮। ছুম্মা ছুব্বূ ফাওক্বা র''সিহী মিন্ 'আযা-বিল্ হামীম্। ৪৯। যুক্ব্ ইন্নাকা আন্তাল্ 'আযীযুল্
নিয়ে যাও, (৪৮) মাথার ওপর গরম পানি ঢেলে শাস্তি প্রদান কর, (৪৯) তাদেরকে বলা হবে, এখন তোমরা মজা বুঝ, তুমি তো বড় সম্মানিত ও

আয়াত-৪০ ঃ মক্কার মুশরিকরা মূলে মৃতের পুণর্জীবন অসম্ভব বলে বিশ্বাসী ছিল। এজন্য মুসলমানদেরকে বলত, যদি এটি সম্ভবই হয় তবে এখনই কোন এক মৃতকে জীবিত করে দেখাও। এজন্য আল্লাহ প্রথমে 'তুব্বা' এর অবস্থা বর্ণনা করে তাদেরকে ভীত করেন, পরে বলেন বিশাল আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিরর্থক নয়। এগুলোর নিয়ন্ত্রণ বিরাট হেকমত ও উদ্দেশের প্রমাণ বহন করছে। মানুষের কর্মের ফলাফল অবশ্যই আছে। এর জন্য পুনর্জীবন প্রয়োজন। (মাওঃ নূর মুহাম্মদ আ'যমী) আয়াত-৪৩ঃ টীকাঃ (১) দোযখীদেরকে সম্ভবতঃ দোযখে প্রবেশ করানোর পূর্বে যাক্কুম আহার করান হবে। আর পরে খাওয়ানো হলে এভাবে হতে পারে যে, দোযখে প্রবেশ করানো মাত্রই পার্শ্বেই যাক্কুম আহার করিয়ে তার পর দোযখের মধ্যস্থলের দিকে টেনে নেওয়া হবে। (বঃ কোঃ)

الْكَرِيمُ ﴿٥٠﴾ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥١﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ

কারীম্। ৫০। ইন্না হা-যা-মা- কুন্তুম্ বিহী তাম্তারূন্। ৫১। ইন্নাল্ মুত্তাকীনা ফী মাক্বা-মিন্

মহা প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলে। (৫০) এটা সেই বস্তু যাতে তোমরা সন্দেহ করতে (৫১) নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ

أَمِينٍ ﴿٥٢﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٣﴾ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ

আমীন্। ৫২। ফী জ্বান্না-তিঁও অ'উইয়ূন্। ৫৩। ইয়াল্বাসূনা মিন্সুন্ দুসিঁও অ ইস্তাব্রক্বিম্

স্থানে, (৫২) বাগানসমূহ ও ঝর্ণা সমূহের মধ্যে, (৫৩) তারা পরিধান করবে পাতলা ও মোটা রেশমী বস্ত্র, মুখোমুখি

مُّتَقَابِلِينَ ﴿٥٤﴾ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٥﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ

মুতাক্ব-বিলীন্। ৫৪। কাযা-লিকা অযাও ওয়াজ্ না-হুম্ বিহূরিন্ 'ঈন্। ৫৫। ইয়াদ্'উনা ফীহা- বিকুল্লি ফা-কিহাতিন্ আ-মিনীন্।

বসবে। (৫৪) এ'ভাবেই, আমি তাদের সুন্দর ও ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের সাথে বিবাহ দেব। (৫৫) তারা বিভিন্ন ফল আনতে বলবে।

آمِنِينَ ﴿٥٦﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَاهُمْ

৫৬। লা-ইয়াযূক্বূনা ফীহাল্ মাওতা ইল্লাল্ মাওতাতাল্ 'ঊলা- অ ওয়া ক্ব-হুম্

(৫৬) আর সেখানে তাদেরকে দুনিয়ার মৃত্যু ছাড়া আর কোন মৃত্যুর স্বাধ গ্রহণ করতে হবে না, তাদেরকে জাহান্নামের

عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٧﴾ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّمَا

'আযা-বাল্ জ্বাহীম্। ৫৭। ফাদ্বলাম্ মির্ রব্বিক্; যা-লিকা হুওয়াল্ ফাওযুল্ 'আজীম্। ৫৮। ফাইন্নামা

শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। (৫৭) অনন্তর এসবই আপনার রবের করুণা। এটাই মহাসাফল্য। (৫৮) অতঃপর (এ কোরআনকে)

يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾ فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ

ইয়াস্ সার্না-হু বিলিসা- নিকা লা'আল্লা হুম্ ইয়াতাযাক্কারূন্। ৫৯। ফার্তাক্বিব্ ইন্নাহুম্ মুর্তাক্বিবূন্।

আপনার (আরবি) ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।(৫৯) তবে আপনি প্রতীক্ষায় থাকুন, তারাও প্রতীক্ষমান।

ع ৩ ১৭ ১৬ রুকু

সূরা জ্বা-ছিয়াহ্ মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩৭ রুকূ ঃ ৪

﴿١﴾ حم ﴿٢﴾ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿٣﴾ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ

১। হা-মী — ম্। ২। তান্যীলুল্ কিতা-বি মিনাল্লা-হিল্ 'আযীযিল্ হাকীম্। ৩। ইন্না ফিস্ সামা-ওয়া-তি

(১) হা মীম, (২) মহাপরাক্রামশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ হতে এ কিতাব অবতীর্ণ। (৩) নিশ্চয়ই আসমানসমূহ

وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ

অল্ আর্দ্বি লাআ-ইয়া-তিল্লিল্ মু'মিনীন্। ৪। অফী খল্ক্বিকুম্ অমা-ইয়াবুছ্ছু মিন্ দা — ব্বাতিন্ আ-ইয়া-তুল্

ও যমীনে মু'মিনদের জন্য নিদর্শন আছে। (৪) তোমাদের সৃষ্টির মাঝে এবং যে সব জীব জন্তু ছড়িয়ে আছে তার মধ্যে

لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝٥ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن

লিক্বওমিঁ ইয়ূক্বিনূন্। ৫। অখ্তিলা-ফিল্লাইলি ওয়া ন্নাহা-রি অমা ~ আন্যালা ল্লা-হু মিনাস্ সামা — য়ি মির্

রয়েছে বিশ্বাসীর জন্য নিদর্শন।(৫) রাত-দিনের পরিবর্তনে, ১ অতঃপর রিযিকের সেইমূল বস্তুর মধ্যে আকাশ হতে পানি বর্ষণ করিয়ে

رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞

রিয্ক্বিন্ ফাআহ্ইয়া-বিহিল্ আর্দ্বোয়া বা'দা মাওতিহা-অ তাছ্রী ফির্ রিয়া-হি আ-ইয়া-তু ল্লিক্বাওমিঁই ইয়া'ক্বিলূন্।

মৃত যমীনকে আল্লাহ যে পুনরুজ্জীবিত করেন তা শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর,আর বায়ুর এ পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ

৬। তিল্কা আ-ইয়া-তু ল্লা-হি নাত্লূহা-'আলাইকা বিল্ হাক্ব্কি ফাবি আইয়্যি হাদীছিম্ বা'দা ল্লা-হি আ-ইয়া -তিহী

(৬) এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা সত্যই আপনাকে পাঠ করে শুনাচ্ছি, অতএব আল্লাহ ও তাঁর আয়াতের স্থলে কি বিশ্বাস

يُؤْمِنُونَ ۝٦ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝٧ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ

ইয়ু'মিনূন্। ৭। অইলুল্লিকুল্লি আফ্ফা-কিন্ আছীম্। ৮। ইয়াস্মা'উ আ-ইয়া-তি ল্লা-হি তুত্লা- 'আলাইহি ছুম্মা ইয়ুছির্রু

করবে? (৭) প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীর জন্য দুর্ভোগ, (৮) যে আল্লাহর আয়াতের তেলাওয়াত শুনে, পরে গর্বের সঙ্গে

مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٨ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا

মুস্তাক্বিরন্ কায়াল্লাম্ ইয়াস্মা'হা-ফাবাশ্শির্হু বি'আযা-বিন্ আলীম্। ৯। অ ইযা-'আলিমা মিন্ আ-ইয়া-তিনা-

থাকে, যেন শুনেই নি, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির খবর প্রদান কর। (৯) আর আমার আয়াতের কিছু তারা অবগত হলে,

شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝٩ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ

শাইয়া নিত্তাখযাহা-হুযুওয়া-; উলা — য়িকা লাহুম্ 'আযা-বুম্ মুহীন্। ১০। মিওঁ অরা — য়িহিম্ জ্বাহান্নামু

তা নিয়ে তারা পরিহাস করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।(১০) তাদের পেছনে জাহান্নাম, আর তখন তাদের সে সব

وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۖ

অলা-ইয়ুগ্নী আ'নহুম্ মা-কাসাবূ শাইয়াঁও অলা-মাত্তাখাযূ মিন্ দূনিল্লা-হি আওলিয়া — য়া

কাজ তাদের কোন কাজে আসবে না, যা তারা দুনিয়াতে করেছিল।আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে বন্ধু বানিয়েছে সেসব বন্ধুরাও

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝١١ هَٰذَا هُدًى ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ

অলাহুম্ 'আযা-বুন্ 'আজীম্। ১১। হা-যা-হুদান্ অল্লাযীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তি রব্বিহিম্ লাহুম্

কোন কাজে আসবে না; তাদের জন্য মহাশাস্তি। (১১) এটা হেদায়াত, আর যারা রবের আয়াত মানে না, তাদের জন্য

আয়াত-৫ ঃ টীকাঃ (১) অঞ্চল ও অবস্থার প্রেক্ষিতে বায়ু রাশির বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন হয়। যেমন কখনও পুবাল, কখনও পশ্চিমা, কখনও শীতল, কখনও উষ্ণ কখনও মৃদু, কখনও প্রবল ইত্যাদি রূপ পরিবর্তনে আল্লাহ ও তাঁর অসীম কুদরতের নিদর্শন রয়েছে। (বঃ কোঃ)

আয়াত-৬ঃ আল্লাহ্র কালাম যা মুহাম্মদ (ছঃ) এর উপর নাযিল হয়েছে অবিশ্বাসীরা এটির উপর এবং তাঁর সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীর উপরও ঈমান আনে নি। তবে তারা কিসের উপর ঈমান আনবে? অতঃপর তাদের অবস্থা ও পরকালীন শাস্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদের প্রথম প্রকারের অস্বীকৃতি হল তারা শুনেও অহংকার বশতঃ যেন শুনে নি। এ জন্যই তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার অস্বীকৃতির সাথে সাথে তারা ঠাট্টা ও উপহাস করত। এজন্য তারা জাহান্নামে আযাব ভোগ করবে। (তাফঃ হক্কানী)

عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿١٢﴾ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ ع ١١ / ١ / ١٧ রুকু

‘আযা-বুম্ মির্ রিজ্যিন্ আলীম্। ১২। আল্লা-হুল্লাযী সাখ্খর লাকুমুল্ বাহ্র লিতাজ্ রিয়াল্ ফুল্কু

রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১২) আল্লাহই সেই সত্বা যিনি সমুদ্রকে তোমাদের জন্যই আয়ত্বাধীন রাখলেন, যেন তার আদেশে

فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي

ফীহি বিআম্রিহী অলিতাব্তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী অলা‘আল্লাকুম্ তাশ্কুরূন্। ১৩। অসাখ্খর লাকুম্ মা-ফিস্

নৌযানগুলো চলাচল করতে পারে, আর তোমরা (আল্লাহর) করুণা তালাশ কর, কৃতজ্ঞ হও। (১৩) আর আল্লাহর পক্ষ হতে

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ *

সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আর্দ্বি জ্বামী‘আম্ মিন্হু; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তি ল্লিক্বওমিঁই ইয়াতাফাক্কারূন্।

তামাদের জন্য যত বস্তু আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে নিয়োজিত রয়েছে, নিঃসন্দেহে তাতে রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন।

﴿١٤﴾ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا

১৪। কু্ল্ লিল্লাযীনা আ-মানূ ইয়াগ্ফিরূ লিল্লাযীনা লা-ইয়ার্জু্না আইয়্যামা ল্লা -হি লিইয়াজ্যিয়া ক্বওমাম্

(১৪) মু’মিনদেরকে বলুন, আল্লাহর দ্বীনের প্রত্যাশা যারা করে না তাদেরকে যেন ক্ষমা করে, কেননা, তিনি তাদের কওমকে

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٥﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ

বিমা- কা-নূ ইয়াক্সিবূ ন্। ১৫। মান্ ‘আমিলা ছোয়া-লিহান্ ফালিনাফ্সিহী অমান্ আসা — য়া ফা ‘আলাইহা ছুম্মা ইলা-

কৃতকর্মের প্রতিদান দেবেন। (১৫) যে নেক কাজ করে সে নিজের জন্যই করে, আর মন্দ করলে তার ওপরই বর্তায়।

رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

রব্বিকুম্ তুর্জ্বা‘ঊন্ ১৬। অলাক্বদ্ আ-তাইনা-বানী ~ ইসর — ঈ লাল্ কিতা-বা অল্ হুক্মা অ ন্নুবুওয়্যাতা

পরে তোমরা তোমাদের রবের কাছেই ফিরে যাবে। (১৬) আর আমি বনী ইস্রাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত প্রদান করলাম,

وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ

অ রাযাক্ব্না-হুম্ মিনাত্ব্ ত্বোয়াইয়্যিবা -তি অফাদ্দ্বোয়াল্না-হুম্ ‘আলাল্ ‘আ-লামীন্। ১৭। অ আ-তাইনা-হুম্ বাইয়্যিনা-তিম্

হালাল রিযিক্ প্রদান করলাম, বিশ্বে তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম। (১৭) আর তাদেরকে দ্বীনের স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছি,

مِّنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ

মিনাল্ আম্রি ফামাখ্ তালাফূ ~ ইল্লা-মিম্ বা’দি মা-জ্বা — য়া হুমুল্ ‘ইল্মু বাগ্ইয়াম্ বাইনাহুম্; ইন্না রব্বাকা

অনন্তর তাদের জ্ঞান আসার পর তারা পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করল নিজেদের এক গুঁয়েমীর কারণে, নিশ্চয়ই তোমার রব কিয়ামত

يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٨﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ

ইয়াক্বদ্বী বাইনাহুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফীমা-কা-নূ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন্। ১৮। ছুম্মা জ্বা‘আল্না-কা ‘আলা-

দিবসে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধের বিষয়ে মিমাংসা করে দেবেন। (১৮) এরপর আমি আপনাকে দ্বীনের

شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَن

শারী 'আতিম্ মিনাল্ আম্‌রি ফাত্তাবি'হা-অলা-তাত্তাবি 'আহ্ওয়া — য়াল্লাযীনা লা-ইয়া'লামূ ন্ । ১৯। ইন্নাহুম্ লাইঁ

বিধানের ওপর কায়েম রেখেছি, তা-ই আপনি মান্য করুন, অজ্ঞদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। (১৯) নিশ্চয়ই আল্লাহর

يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ

ইয়ুগ্‌নূ 'আন্‌কা মিনাল্লা-হি শাইয়া-; অ ইন্নাজ্ জোয়া-লিমীনা বা'দ্বুহুম্ আওলিয়া — য়ু বা'দ্বিন্ অল্লা-হু অলিয়্যুল্

সামনে তারা আপনার কোন উপকার করতে পারবে না, আর জালিমরা তো পরস্পর বন্ধু, আল্লাহ হলেন মুত্তাকীদের

الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾ هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ حَسِبَ

মুত্তাক্বীন্। ২০। হা-যা-বাছোয়া — য়িরু লিন্না-সি অ হুদাঁও অ রহ্‌মাতুল লিক্বওমিঁই ইয়ূক্বিনূন্। ২১। আম্ হাসিবাল্

বন্ধু। (২০) এটা (কোরআন) মানুষের জন্য দলীল, আর বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও দয়া। (২১) আর যে সব

الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

লাযী নাজ্ব্‌তারহুস্ সাইয়িয়া-তি আন্ নাজ্ব্‌'আলাহুম্ কাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি

লোক মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, জীবন মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে আমি তাদের সেইসব লোকদের

ع ২ ১০ ১৮ রুকূ

سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ

সাওয়া — য়াম্ মাহ্ইয়া-হুম্ অ মামা-তুহুম্; সা — য়া মা-ইয়াহ্‌কুমূন্। ২২। অ খলাক্ব ল্লা-হুস্ সামা-ওয়া-তি

সমান মনে করব যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে? কত জঘণ্য তাদের সিদ্ধান্ত! (২২) আল্লাহ আকাশসমূহ ও

وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞

অল্ আর্‌দ্বোয়া বিল্ হাক্ব্‌কি অলিতুজ্‌যা -কুল্লু নাফ্‌সিম্ বিমা-কাসাবাত্ অহুম্ লা-ইয়ুজ্‌লামূন্।

পৃথিবীকে হেকমতের সাথে সৃষ্টি করেছেন, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি বিনা জুলুমে যার যার কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করতে পারে।

﴿٢٣﴾ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ

২৩। আফারয়াইতা মানিত্তাখযা ইলা-হাহূ হাওয়া-হু অআদ্বোয়াল্লাহু ল্লা-হু 'আলা-'ইল্‌মিঁও অখতামা 'আলা-সাম্'ইহী

(২৩) আপনি কি দেখেছেন, যে প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহ্ বানাল? আল্লাহ জেনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন, কানে ও মনে মোহর

وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞

অ ক্বাল্‌বিহী অ জ্বা'আলা 'আলা-বাছোয়ারিহী গিশা-ওয়াহ্; ফামাইঁইয়াহ্‌দীহি মিম্ বা'দিল্লা-হ্; আফালা- তাযাক্কারূন্।

মেরে দিয়েছেন, চোখের ওপর রাখলেন পর্দা; সুতরাং আল্লাহর পরে কে তাকে পথ দেখাবে? এরপরও কি, উপদেশ নেবে না?

আয়াত-২১ঃ টীকা ঃ (১) পুনরুত্থান সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের ধারণা, বৃক্ষচারার ন্যায় মানব-শিশু জন্মলাভ করে। এটি ক্রমশঃ বড় হয়ে শুকিয়ে যাওয়ার পর যেভাবে এর কাঠগুলো জ্বলে বা গলে মাটি হয়ে বিলীন হয়ে যায়। এভাবে মানুষও বয়স বৃদ্ধির ফলে মরে মাটি হয়ে যায়। এর পর মানুষ পুনর্জীবিত হয়ে ভাল-মন্দের শাস্তি বা শাস্তি প্রাপ্ত হওয়া বুঝে আসে না। এদের উত্তরে আল্লাহ বলেন, মূর্খের ন্যায় এটি তাদের আনুমানিক ধারণা। তারা কি দেখে না দুনিয়াতে হাকিমের বিরুদ্ধাচরণকারীরা কারাগার আর আনুগত্যকারীরা বৃত্তি ও জায়গীর ভোগ করছে? খোদার সৃষ্ট হাকিমের দরবারকে তারা তাঁর দরবার থেকে উৎকৃষ্ট মনে করল। দুনিয়ার বয়স সমাপ্তির পর নেক্‌কার ও বদকারদেরকে সৃষ্টি করে তাদের নেকী-বদীর বিচার না করে তাদেরকে এমনি এমনি ছেড়ে দিবেন? কখনও না। (ইবঃ জঃ ও তাফঃ খাযেন)

٢٤ وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ ج

২৪। অ ক্বা-লূ মা-হিয়া ইল্লা- হাইয়া-তুনাদ্ দুন্ইয়া-নামূতু অনাহ্ইয়া-অমা-ইয়ুহ্লিকুনা ~ ইল্লাদ্ দাহ্রু

(২৪) আর অবিশ্বাসীরা বলে, পার্থিব জীবনই আসল, আমরা মরি আর বাঁচি। কালের প্রভাবেই আমাদের মৃত্যু এসে থাকে।

وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ج اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ٢٥ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا

অমা-লাহুম্ বিযা-লিকা মিন্ 'ইল্মিন্ ইন্ হুম্ ইল্লা-ইয়াজুন্নূ-ন্। ২৫। অ ইযা-তুত্লা-'আলাইহিম্ আ -ইয়া-তুনা-

এ'ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা কেবল ধারণার উপরই বলছে। (২৫) তাদেরকে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ

بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ★

বাইয়্যিনা-তিম্ মা-কা-না হুজ্জ্বাতাহুম্ ইল্লা ~ আন্ ক্বা-লু'তূ বিআ-বা — য়িনা ~ ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্।

পাঠ করে শুনানো হয়, তখন তাদের এটা ব্যতীত কোন যুক্তি থাকে না যে, তারা শুধু বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পিতৃপুরুষকে নিয়ে আস।

٢٦ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ

২৬। কুলিল্লা- হু ইয়ুহ্য়ীকুম্ ছুম্মা ইয়ুমীতুকুম্ ছুম্মা ইয়াজ্মাউ'কুম্ ইলা-ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি লা-রইবা ফীহি

২৬। আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে বাঁচান, মারেন। নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্র ৩

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ٢٧ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَيَوْمَ ع ৫ ১৯ রুকু

অলা-কিন্না আক্ছারা ন্না-সি লা-ইয়া'লামূন্। ২৭। অলিল্লা- হি মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্ব; অ ইয়াওমা

করবেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বুঝে না। (২৭) আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই, বাতিল পন্থিরা

تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ٢٨ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً قف كُلُّ اُمَّةٍ

তাকুমুস্ সা-'আতু ইয়াওমায়িযিঁই ইয়াখ্সারুল্ মুব্ত্বিলূন্। ২৮। অতারা- কুল্লা উম্মাতিন্ জ্বা-ছিয়াতান্ কুল্লু উম্মাতিন্

কেয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, (২৮) প্রত্যেক জাতিকে (ভয়ে) নতজানু দেখতে পাবেন, প্রত্যেককে তাদের আমলনামার দিকে

تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا ط اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٢٩ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ

তুদ্'আ ~ ইলা-কিতা-বিহা-; আল্ইওয়ামা তুজ্যাওনা মা-কুন্তুম্ তা'মালূন্। ২৯। হা-যা- কিতা-বুনা-ইয়ান্ত্বিকু

আহ্বান করা হবে, আজ তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের ফল প্রদান করা হবে। (২৯) এ আমলনামা আমার পক্ষ থেকে

عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ط اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٣٠ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

'আলাইকুম্ বিল্ হাক্ব্; ইন্না কুন্না-নাস্তান্সিখু মা-কুন্তুম্ তা'মালূন্। ৩০। ফাআম্মাল্লাযীনা আ-মানূ

লেখা, যা তোমাদের ব্যাপারে সত্য বলবে, তোমাদের কর্ম দুনিয়াতেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, (৩০) অতঃপর যারা ঈমান

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ★

অ আ'মিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি ফাইয়ুদ্খিলুহুম্ রব্বুহুম্ ফী রহ্মাতিহ্; যা- লিকা হুওয়াল্ ফাওযুল্ মুবীন্।

এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদেরকে তাদের রব স্বীয় করুণার মধ্যে শামিল করবেন, এটাই মহা সাফল্য।

٣١ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قف اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ

৩১। অ আম্মাল্ লাযীনা কাফারূ আফালাম্ তাকুন্ আ-ইয়া-তী তুত্‌লা 'আলাইকুম্ ফাস্‌তাক্‌বার্ তুম্

(৩১) আর যারা কাফের তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের কাছে কি আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় নি? তোমরা তখন অহংকার করতে,

وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ٣٢ وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ

অকুন্‌তুম্ ক্বওমাম্ মুজ্‌রিমীন্। ৩২। অ ইযা-ক্বীলা ইন্না ওয়া'দা ল্লা-হি হাক্কুঁও অস্‌সা-'আতু

তোমরা ছিলে বড় পাপী। (৩২) আর যখন তোমাদের বলা হত আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য ও কেয়ামত নিঃসন্দেহ, তখন তোমরা

لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِىْ مَا السَّاعَةُ لا اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ

লা-রইবা ফীহা-ক্বুল্‌তুম্ মা-নাদ্‌রী মাস্‌সা- 'আতু ইন্ নাজুন্নু ইল্লা-জোয়ায়ান্নাঁও অমা-নাহ্‌নু

বলতে, আমরা জানি না, কেয়ামত কি জিনিস? আমাদের মনে হচ্ছে এটা নিছক একটা ধারণা, আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত

بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ٣٣ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ

বিমুস্‌তাইক্বিনীন্। ৩৩। অবাদা লাহুম্ সাইয়িয়া-তু মা-'আমিলূ অ হা-ক্ব বিহিম্ মা-কা-নূ বিহী

নই। (৩৩) আর তাদের সামনেই তাদের মন্দ কর্মসমূহ প্রকাশ হয়ে পড়বে, আর যে বিষয়ে তার বিদ্রূপ করত সে বিষয়ই তাদেরকে

يَسْتَهْزِءُوْنَ ٣٤ وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا

ইয়াস্‌তাহ্‌যিয়ূন্। ৩৪। অক্বীলাল্ ইয়াওমা নান্‌সা-কুম্ কামা-নাসীতুম্ লিক্ব — য়া ইয়াওমিকুম্ হা-যা-

বেষ্টন করবে। (৩৪) আর তাদেরকে বলা হবে, তোমাদেরকে আজ আমি ভুলে গেলাম, যেমন এ দিনের সাক্ষাতকে তোমরা ভুলে

وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ٣٥ ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ

অমা''ওয়া কুমুন্না-রু অমা-লাকুম্ মিন্ না-ছিরীন্। ৩৫। যা -লিকুম্ বিআন্নাকু মুত্তাখায্‌তুম্ আ-ইয়া-তিল্

গিয়েছিলে। আর আজ তোমাদের স্থান জাহান্নাম, তোমরা তোমাদের কোন সাহায্যকারী পাবে না, (৩৫) কেননা, তোমরা

اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ج فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا

লা-হি হুযুওয়াওঁ ওয়া গর্‌রত্‌কুমুল্ হাইয়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া-ফাল্‌ইয়াওমা লা-ইয়ুখ্‌রজূনা মিন্‌হা-

আল্লাহর আয়াতে বিদ্রূপ করতে, পার্থিব জীবন তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছিল। আজ তোমাদেরকে আগুন হতে বের করা হবে না,

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ٣٦ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ

অলা-হুম্ ইয়ুস্‌তা'তাবূন্। ৩৬। ফালিল্লা-হিল্ হাম্‌দু রব্বিস্ সামা-ওয়া-তি অরব্বিল্ আর্‌দ্বি রব্বিল্

৪ তোমাদের কোন ওযরও গৃহীত হবে না। (৩৬) অনন্তর আসমানসমূহ ও যমীনের রব, বিশ্ব ভূবনের রব আল্লাহরই জন্য

ع ১১ ২০ রুকু

الْعٰلَمِيْنَ ٣٧ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ص وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ★

'আ-লামীন্। ৩৭। অলাহুল্ কিব্‌রিয়া — য়ু ফিস্ সামা-অ-তি অল্ আর্‌দ্বি অহুঅল্ 'আযীযুল্, হাকীম্।

সকল প্রশংসা। (৩৭) আর তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে, আর তিনি মহাপরাক্রামশালী, প্রজ্ঞাময়।